মধ্য-লীলা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ। ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
জয় শ্রোতাগণ শুন করি একমন।
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরমমোহন॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স জীয়াৎ। স প্রসিদ্ধঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ জীয়াৎ সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাম্। যশ্চৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে শ্রীযুক্তস্য শ্রীজগন্নাথাধিষ্ঠিতস্য রথস্য অগ্রে ননর্ত্ত নর্ত্তিতবান্। যেন নর্ত্তনেন জগতাং তদ্গত-লোকানাং চিত্রং আশ্চর্য্যং আসীৎ। জগতাং কা বার্ত্তা জগতাং নাথোঽপি সর্ব্বাশ্চর্য্যকর্ত্তাপি বিস্মিত আসীদিতি। শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জয় শ্রীগৌরচন্দ্র। মধ্যলীলার এই ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদে শ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য, কীর্ত্তন, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা শ্রীরাধার ভাবে শ্লোকপঠন এবং প্রেমাবেশে উদ্যানমধ্যে বিশ্রামাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যঃ (যিনি) শ্রীরথাগ্রে (শ্রীজগন্নাথের পরমসুন্দর রথের সম্মুখভাগে) ননর্ত্ত (নৃত্য করিয়াছিলেন), যেন (যদ্দ্বারা—যে নৃত্যদ্বারা) জগতাং (জগতের—জগদ্বাসী লোকসকলের) চিত্রং (আশ্চর্য্য) [আসীৎ] (হইয়াছিল), [যেন] (যদ্দ্বারা) জগন্নাথঃ অপি (শ্রীজগন্নাথও) বিস্মিতঃ (বিস্মিত) আসীৎ (হইয়াছিলেন), সঃ (সেই) কৃষ্ণচৈতন্যঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) জীয়াৎ (জয়যুক্ত হউন)।

অনুবাদ। যিনি শ্রীজগন্নাথের পরমসুন্দর রথের অগ্রভাগে নৃত্য করিয়াছিলেন এবং যাঁহার নর্ত্তনে জগদ্বাসী লোকসকল এবং স্বয়ং শ্রীজগন্নাথও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন। ১

রথযাত্রাকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভু রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া রথের অগ্রভাবে এক অপূর্ব্ব নৃত্যলীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন। সেই লীলাবর্ণনের প্রারম্ভে সেই লীলার উল্লেখপূর্ব্বক গ্রন্থকার মহাপ্রভুর জয় কীর্ত্তন করিতেছেন—এই শ্লোকে।

"রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ"-শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে ব্রজের মদনমোহন-রূপ অপেক্ষাও মাধুর্য্যের সমধিক বিকাশ (২।৮।২৩৩-৩৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। রাধাভাবের আবেশে রথের অগ্রভাগে নৃত্যকালে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেই অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য বিকশিত হইয়াছিল এবং এই মাধুর্য্যের দর্শনেই শ্রীজগন্নাথের বিস্ময় এবং সমধিক আনন্দ জন্মিয়াছিল। এই অপূর্ব্ব মাধুর্য্য দর্শনের লোভেই শ্রীজগন্নাথ কখনও বা রথ থামাইয়া রাখিয়াছেন (২।১৩।১৭১), কখনও বা আস্তে আস্তে চালাইয়াছেন (২।১৩।১৭০), আবার কখনও বা গৌরকে সাক্ষাতে না দেখিয়া শত শত লোকের এবং মত্ত হস্তিগণের আকর্ষণ সত্ত্বেও রথ চালিত করেন নাই (২।১৪।৪৯)। (ভূমিকায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রবন্ধে গৌরের সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্য অংশ দ্রষ্টব্য)।

২। রথযাত্রায়—রথযাত্রাকালে। **পরম-মোহন**—পরম (অত্যন্ত) সুন্দর।

আর দিন মহাপ্রভু হঞা সাবধান।
রাত্রে উঠি গণ-সঙ্গে কৈলা কৃত্য-স্নান ॥ ৩
পাণ্ডুবিজয় দেখিবারে করিল গমন।
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন ॥ ৪
আপনে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ।
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয়-দর্শন ॥ ৫
অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি সঙ্গে ভক্তগণ।
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর-গমন ॥ ৬
বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্ত হাথী।
জগন্নাথ-বিজয় করায় করি হাথাহাথি ॥ ৭
কতক দয়িতা করে স্কন্ধ-আলম্বন।
কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্মচরণ ॥ ৮
কটিতটে বন্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরী।
দুইদিগে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি ॥ ৯
উচ্চ দৃঢ় তুলী-সব পাতি স্থানে স্থানে।
এক তুলী হৈতে আর তুলী করায় গমনে ॥ ১০
প্রভু-পদাঘাতে তুলী হয় খণ্ড খণ্ড।
তুলা সব উড়ি যায়, শব্দ হয় প্রচণ্ড ॥ ১১
বিশ্বম্ভর জগন্নাথ চালাইতে শক্তি কার ?
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহার ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩। **আর দিন**—রথযাত্রার দিন। **রাত্রে উঠি**—রাত্রি থাকিতেই শয্যা হইতে উঠিয়া। **গণ-সঙ্গে**—পার্ষদগণের সঙ্গে। **কৃত্য-স্নান**—কৃত্য (প্রাতঃকৃত্যাদি) ও স্নান (প্রাতঃস্নান)।

৪। **পাণ্ডু**—হাতে বা কোমরে ধরিয়া ছোট শিশুকে যেরূপ হাঁটা শিক্ষা দেওয়া হয়, সেইরূপ হাঁটাকে (গমনকে) উড়িষ্যাদেশে পহাস্তি বলে; পহাস্তির অপভ্রংশই পাণ্ডু। **বিজয়**—গমন। **পাণ্ডুবিজয়**—ধরাধরি করিয়া শ্রীজগন্নাথকে শ্রীমন্দির হইতে রথের উপরে লইয়া যাওয়াকে বলে পাণ্ডুবিজয়। রথে নেওয়ার সময় শ্রীজগন্নাথকে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয় না। শ্রীমন্দির হইতে রথ পর্য্যন্ত পথে তুলার বালিশ পাতা হয়; বিগ্রহকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া পাণ্ডাদের মধ্যে কেহ বিগ্রহের স্কন্ধ, কেহ চরণ, কেহ পট্টডুরি ধরিয়া বিগ্রহকে তুলিয়া ধরিয়া বালিশের উপরে দাঁড় করান; এইরূপে ধরাধরি করিয়া বিগ্রহকে এক বালিশ হইতে অপর বালিশে নেওয়া হয়; পাণ্ডাদের সহায়তায় শ্রীজগন্নাথ যেন নিজেই হাঁটিয়া যাইতেছেন—এইরূপই মনে হয়। শ্রীজগন্নাথের এই ভাবের গমনকেই পাণ্ডুবিজয় বলে। **যাত্রা কৈল**—রথে উঠিবার জন্য সিংহাসন ছাড়িয়া রওনা হইলেন।

৫। **পাত্রগণ**—রাজপাত্রগণ; রাজাপ্রতাপরুদ্রের পার্ষদ গণ। **মহাপ্রভুর গণে**—প্রভুর সঙ্গীয় ভক্তগণকে। **বিজয়-দর্শন**—পাণ্ডুবিজয় দর্শন।

৬। **ঈশ্বর-গমন**—শ্রীজগন্নাথের পাণ্ডুবিজয় বা রথে গমন।

কোনও কোনও গ্রন্থে ৪—৬ পয়ার স্থলে এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়:—"পাণ্ডুবিজয় দেখিতে করিলা বিজয়। গণ সহিত আইলা প্রভু জগন্নাথালয় ॥ জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন। আপনে প্রতাপরুদ্র লৈয়া পাত্রগণ ॥ মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয় দর্শন। অদ্বৈত নিতাই আদি সঙ্গে ভক্তগণ ॥ সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর গমন। দেখিয়া সানন্দ হৈল প্রভু ভক্তগণ ॥"

৭। **দয়িতাগণ**—শ্রীজগন্নাথের রক্ষক পাণ্ডাগণ। **বিজয়**—গমন। **হাথাহাথি**—হাত ধরাধরি করিয়া।

৮। **স্কন্ধ-আলম্বন**—শ্রীজগন্নাথের স্কন্ধ ধারণ।

৯। **কটিতটে**—শ্রীজগন্নাথের কটিদেশে। **পট্টডোরি**—রেশমের দড়ি।

১০। **তুলী**—তুলার গদী বা বালিশ। **পাতি**—পাতিয়া; স্থাপন করিয়া।

১১। **প্রভু-পদাঘাতে**—শ্রীজগন্নাথের পায়ের চাপে। **শব্দ হয় প্রচণ্ড**—বালিশ ফাটার শব্দ।

১২। **বিশ্বম্ভর**—আশ্রয়-তত্ত্বরূপে সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন যিনি, তিনি বিশ্বম্ভর। সমগ্র বিশ্বকে

মহাপ্রভু 'মণিমা' বলি করে উচ্চধ্বনি।
নানাবাদ্যকোলাহল—কিছুই না শুনি॥ ১৩
তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।
সুবর্ণ-মার্জ্জনী লৈয়া করে পথ-সম্মার্জ্জন॥ ১৪
চন্দন-জলেতে করে পথ নিষিঞ্চনে।
তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজসিংহাসনে॥ ১৫
উত্তম হইয়া রাজা করে তুচ্ছ-সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন॥ ১৬
মহাপ্রভু পাইল সুখ সে সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা পাইলা সে সেবা হইতে॥ ১৭
রথের সাজনি দেখি লোকে চমৎকার।
নব হেমময় রথ সুমেরু-আকার॥ ১৮
শতশত শুভ্র চামর দর্পণ উজ্জ্বল।
উপরে পতাকা শত চান্দোয়া নির্ম্মল॥ ১৯
ঘাগর কিঙ্কিণী বাজে ঘণ্টার কণিত।
নানা চিত্র পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত॥ ২০
লীলায় চড়িলা ঈশ্বর রথের উপর।
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা হলধর॥ ২১
পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লৈয়া
তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যিনি স্বীয়দেহে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহাকে চালাইতে পারে এমন শক্তি কাহারও নাই; বস্তুতঃ এতাদৃশ শ্রীজগন্নাথ নিজ ইচ্ছাতেই তুলির উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, দয়িতাগণ উপলক্ষ্য মাত্র।

১৩। **মণিমা**—ইহা উড়িয়া ভাষার শব্দ; অর্থ—সর্ব্বেশ্বর; ইহা খুব সম্মানসূচক-শব্দ; কেবল মাত্র শ্রীজগন্নাথে ও রাজাতেই প্রযুজ্য। এস্থলে মহাপ্রভু "মণিমা"-শব্দে শ্রীজগন্নাথকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

১৪। **সেবন**—শ্রীজগন্নাথের পথে ঝাড়ু দেওয়া রূপ সেবা। **সুবর্ণমার্জ্জনী**—স্বর্ণমণ্ডিত ঝাড়ু। সাধারণ ঝাড়ুদ্বারা সাধারণ লোকের চলার পথ পরিষ্কার করা যায়, কিন্তু সর্ব্বেশ্বর শ্রীজগন্নাথের চলার পথ পরিষ্কার করা চলে না; তাহা হইলে শ্রীজগন্নাথের মর্য্যাদা থাকে না; তাই শ্রীজগন্নাথের পথে ঝাড়ু দেওয়ার নিমিত্ত সুবর্ণমণ্ডিত ঝাড়ু ব্যবহৃত হয়। রাজা স্বয়ং ব্যবহার করিবেন বলিয়াই যে ঝাড়ুটীকে স্বর্ণমণ্ডিত করা হইয়াছিল, তাহা নহে; কারণ, পথ-সম্মার্জ্জনের কার্য্যে প্রতাপরুদ্রের রাজোচিত অভিমান ছিল না; থাকিলে তিনি প্রভুর কৃপা পাইতেন কিনা সন্দেহ। **পথ-সম্মার্জ্জন**—সম্মার্জ্জনীদ্বারা (ঝাড়ুদ্বারা) পথ পরিষ্কার করা।

১৫। **চন্দন-জলেতে**—চন্দন-মিশ্রিত জল দ্বারা। **করে পথ-নিষিঞ্চনে**—পথ ভিজাইলেন। **তুচ্ছ সেবা**—পথ-মার্জ্জনরূপ হীন সেবা। যিনি রাজসিংহাসনের অধিকারী, তিনি পথে ঝাড়ু-দেওয়ারূপ হীন সেবায় প্রবৃত্ত।

১৭। **সে সেবা**—সেই ঝাড়ু দেওয়া রূপ তুচ্ছ সেবা। রাজা সর্ব্বোত্তম হইয়াও অত্যন্ত হীন কাজ করাতে তাঁহার চিত্তে যে কোনওরূপ অভিমান নাই, তাহাই সূচিত হইতেছে। এই অভিমানহীনতার জন্যই তিনি মহাপ্রভুর এবং জগন্নাথের কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮। **সাজনি**—সাজ-সজ্জা। **নব**—নূতন (রথ)। **হেমময়**—হেম (স্বর্ণ)-মণ্ডিত। **সুমেরু-আকার**—সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় (অর্থাৎ অত্যন্ত) উচ্চ।

১৯। রথের মধ্যে শত শত সাদা চামর, শত শত উজ্জ্বল দর্পণ (আয়না), সুনির্ম্মল চান্দোয়া এবং রথের উপরে শত শত পতাকা রথের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল।

২০। রথের মধ্যে ঘাগর বাজিতেছিল, কিঙ্কিণী বাজিতেছিল এবং ঘণ্টা বাজিতেছিল; নানাবিধ চিত্র এবং সুশোভন পট্টবস্ত্রদ্বারাও রথকে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

২১। **ঈশ্বর**—শ্রীজগন্নাথ। **হলধর**—বলরাম। তিন জনের জন্য তিনখানা রথ।

২২। কথিত আছে, অদর্শনের পনর দিন শ্রীজগন্নাথ মহালক্ষ্মীর সহিত নির্জ্জনে ক্রীড়া করিয়া থাকেন এবং তাঁহার সম্মতি লইয়াই তিনি ভক্তগণের আনন্দের নিমিত্ত রথে চড়িয়া বিহার করিতে বাহির হয়েন। **বিহার**

তাঁহার সম্মতি লৈয়া ভক্তসুখ দিতে।
রথে চড়ি বাহির হৈলা বিহার করিতে ॥ ২৩
সূক্ষ্ম-শ্বেত-বালুপথ পুলিনের সম।
দুইদিগে টোটা সব যেন বৃন্দাবন ॥ ২৪
রথে চড়ি জগন্নাথ করিল গমন।
দুইপার্শ্বে দেখি চলে আনন্দিত মন ॥ ২৫
গৌড়সব রথ টানে করিয়া আনন্দ।
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ ॥ ২৬
ক্ষণে স্থির হৈয়া রহে—টানিলে না চলে।
ঈশ্বরেচ্ছায় চলে রথ, না চলে কারো বলে ॥ ২৭
তবে মহাপ্রভু সব লৈয়া নিজ-গণ।
স্বহস্তে পরাইলা সভারে মাল্য-চন্দন ॥ ২৮
পরমানন্দপুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাঢ়িল আনন্দ ॥ ২৯
অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীহস্ত-স্পর্শে দোঁহে হইলা আনন্দ ॥ ৩০
কীর্ত্তনীয়াগণে দিলা মাল্য-চন্দন।
স্বরূপ-শ্রীবাস তার মুখ্য দুইজন ॥ ৩১
চারি সম্প্রদায় হৈল চবিবশ গায়ন।
দুই-দুই মার্দ্দঙ্গিক—হৈল অষ্টজন ॥ ৩২
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া।
চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাঁটিয়া ॥ ৩৩
নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে।
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে ॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

করিতে—বৃন্দাবনে বিহার করিবার নিমিত্ত। রথযাত্রার গূঢ় অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য হইতেছে শ্রীজগন্নাথের বৃন্দাবন-বিহার (২।১৪।১১৫-১৯ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

২৪। **সূক্ষ্মশ্বেতবালু-পথ**—পথের উপরে অতি সূক্ষ্ম সাদা বালুকা বিস্তীর্ণ ছিল। তাহাতে উহা দেখিতে নদীর ধারের চড়া ভুমির (পুলিনের) মত হইয়াছিল। **টোটা**—বাগান।

২৫। পথের দুই পার্শ্বের বন দেখিয়া শ্রীজগন্নাথের মনে হইতেছিল—তিনি যেন বৃন্দাবন দেখিতেছেন এবং তাহাতেই বৃন্দাবন-বিহার-লোলুপ শ্রীজগন্নাথের আনন্দ।

২৬। **গৌড়**—উড়িষ্যাবাসী একজাতীয় লোক। **মন্দ**—অল্প, ধীরে।

২৭। **ঈশ্বরেচ্ছায়**—শ্রীজগন্নাথের ইচ্ছায়। **চলে রথ**—রথ নিজে চলে—শ্রীজগন্নাথের ইচ্ছা-অনুসারে। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীজগন্নাথের রথ প্রকৃতপ্রস্তাবে জড়বস্তু নহে; জড় প্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত চিদ্‌বস্তুর বাহন হইতে পারেনা। রথও স্বরূপতঃ চিন্ময় বস্তু, সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বিলাস-বিশেষ; তাই চেতন; চিন্ময় চেতন বস্তু বলিয়াই শ্রীজগন্নাথের ইচ্ছা বুঝিয়া কখনও চলে, কখনও বা চলেনা; কখনও আস্তে চলে, আবার কখনও বা দ্রুত চলে।

না চলে কারো বলে—শ্রীজগন্নাথের ইচ্ছা না হইলে কাহারও শক্তিতে (বলে), এমন কি শত শত লোকের এবং মত্ত হস্তিগণের আকর্ষণেও রথ চলেনা (২।১৪।৪৫-৫১ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

৩১। **স্বরূপ-শ্রীবাস**—কীর্ত্তনীয়াদের মধ্যে স্বরূপ-দামোদর ও শ্রীবাসই ছিলেন মুখ্য বা প্রধান। স্বহস্তে মাল্য-চন্দন দিয়া প্রভু কীর্ত্তনীয়াগণের মধ্যে কীর্ত্তনোপযোগী প্রেম ও শক্তিই যেন সঞ্চারিত করিলেন।

৩২। কীর্ত্তনের চারিটী সম্প্রদায় (বা দল) করা হইল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে ছয়জন করিয়া চারি সম্প্রদায়ে চব্বিশজন গায়ক হইলেন; প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুইজন করিয়া মার্দ্দঙ্গিক ছিলেন; তাহাতে মোট আটজন মার্দ্দঙ্গিক হইলেন। **সম্প্রদায়**—কীর্ত্তনের দল। **গায়ন**—গায়ক। **মার্দ্দঙ্গিক**—মৃদঙ্গ-বাদক।

৩৩। **বাঁটিয়া**—বণ্টন করিয়া; ভাগ করিয়া।

৩৪। শ্রীনিত্যানন্দাদি চারি জনের এক এক জনকে এক এক সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবার জন্য প্রভু আদেশ করিলেন।

প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপপ্রধান।
আর পঞ্চজন দিল তার পালিগান ॥ ৩৫
দামোদর, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ।
রাঘবপণ্ডিত, আর শ্রীগোবিন্দানন্দ ॥ ৩৬
অদ্বৈত-আচার্য্য তাহাঁ নৃত্য করিতে দিল।
শ্রীবাসপ্রধান আর সম্প্রদায় কৈল ॥ ৩৭
গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্, শুভানন্দ।
শ্রীরামপণ্ডিত তাহাঁ নাচে নিত্যানন্দ ॥ ৩৮
বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি যাহাঁ গায়।
মুকুন্দপ্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ॥ ৩৯
শ্রীকান্ত বল্লভসেন আর দুইজন।
হরিদাসঠাকুর তাহাঁ করেন নর্ত্তন ॥ ৪০
গোবিন্দঘোষপ্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাহাঁ গায় ॥ ৪১
মাধব বাসুদেব আর দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাহাঁ পণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥ ৪২
কুলীনগ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া-সমাজ।
তাহাঁ নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ ॥ ৪৩
শান্তিপুর-আচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তাহাঁ আর সব গায় ॥ ৪৪
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাহাঁ শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৫-৩৬। কীর্ত্তনের প্রথম সম্প্রদায়ের প্রধান কীর্ত্তনীয়া ছিলেন স্বরূপদামোদর; আর দামোদর, নারায়ণ, গোবিন্দদত্ত, রাঘবপণ্ডিত ও গোবিন্দানন্দ এই পাঁচজন ছিলেন তাঁর দোহার। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রথম সম্প্রদায়ে নৃত্য করিয়াছিলেন।

৩৭-৩৮। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান কীর্ত্তনীয়া ছিলেন শ্রীবাস; আর গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্, শুভানন্দ ও শ্রীরাম পণ্ডিত এই পাঁচজন ছিলেন তাঁহার দোহার; এই সম্প্রদায়ে শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন।

৩৯-৪০। তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান কীর্ত্তনীয়া ছিলেন মুকুন্দ; আর বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি, শ্রীকান্ত ও বল্লভ সেন এই পাঁচজন ছিলেন তাঁহার দোহার। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিয়াছিলেন।

৪১-৪২। চতুর্থ সম্প্রদায়ের প্রধান কীর্ত্তনীয়া ছিলেন গোবিন্দঘোষ; আর হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব, মাধব ও বাসুদেব এই পাঁচজন ছিলেন তাঁহার দোহার। এই সম্প্রদায়ে বক্রেশ্বরপণ্ডিত নৃত্য করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে ও চতুর্থ সম্প্রদায়ে দুইজন বিভিন্ন হরিদাস; তৃতীয় ও চতুর্থ সম্প্রদায়ে দুইজন বিভিন্ন বাসুদেব —বাসুদেবঘোষ ও বাসুদেবদত্ত।

৪৩-৪৫। পূর্ব্বোক্ত চারিটী সম্প্রদায় ব্যতীতও কুলীন-গ্রামের এক সম্প্রদায়, শান্তিপুরের এক সম্প্রদায় এবং শ্রীখণ্ডের (খণ্ডের) এক সম্প্রদায়—এই তিনটী সম্প্রদায়ও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই তিন সম্প্রদায়ের কীর্ত্তনীয়া পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট ছিলেন; মহাপ্রভুকে তাহা ঠিক করিয়া দিতে হয় নাই; তাই এস্থলে এই তিন সম্প্রদায়ের কীর্ত্তনীয়াদের নাম নাই।

অন্যত্র কীর্ত্তন—প্রভুর গঠিত চারিটী সম্প্রদায় এবং কুলীন-গ্রামের ও শান্তিপুরের সম্প্রদায় যেস্থানে কীর্ত্তন করিতেছিলেন, শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় সেই স্থানে কীর্ত্তন না করিয়া অন্য একস্থলে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সাত সম্প্রদায় একই সময়ে একই স্থানে অবশ্যই কীর্ত্তন করিতে পারেন না; পৃথক্ পৃথক্ স্থানেই তাঁহারা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তথাপি কেবল শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় সম্বন্ধেই "অন্যত্র কীর্ত্তনের" কথা কেন বলা হইল? অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ের ভাবের পার্থক্যই ইহার হেতু কিনা বলা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু হইলেন রাধাভাবাবিষ্ট কৃষ্ণ, "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"; শ্রীলমুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় বহুস্থানে এইরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন (ভূমিকায় "ভজনাদর্শ —গৌড়ে ও বৃন্দাবনে"-প্রবন্ধের ক-চিহ্নিত অংশ দ্রষ্টব্য)। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণানুগত গোস্বামিপাদগণও একথাই বলিয়া গিয়াছেন। এই তত্ত্বানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুতে—বিশেষতঃ রথযাত্রাকালে—রাধাভাবেরই আবেশ, তিনি

জগন্নাথ আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুইপাশে দুই—পাছে এক সম্প্রদায়॥ ৪৬
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দমাদল।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল॥ ৪৭
শ্রীবৈষ্ণব-ঘটামেঘে হইল বাদল।
সঙ্কীর্ত্তনামৃতসহ বর্ষে নেত্রজল॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

নিজেকে শ্রীরাধা বলিয়াই মনে করিতেন এবং স্বরূপদামোদরাদি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণও প্রভুর সেই ভাবের পুষ্টিসাধন এবং সেই ভাবের আনুগত্যেই তাঁহার সেবা করিতেন। কিন্তু শ্রীখণ্ডের শ্রীল নরহরি-সরকারঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে অন্যভাবে দেখিতেন। সরকার-ঠাকুর ছিলেন ব্রজলীলায় মধুমতী সখী; ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজে তাঁহার যে নাগর-ভাব ছিল, নবদ্বীপ-লীলাতেও তাঁহার সেই নাগর-ভাবই ছিল; তাই তিনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে নাগর-বুদ্ধি পোষণ করিতেন; তাঁহার দৃষ্টিতে প্রভু ছিলেন—গৌরবর্ণ কৃষ্ণ, রসরাজ কৃষ্ণ, গৌরবর্ণ বলিয়া রসরাজ-গৌরাঙ্গ; রাধাভাবাবিষ্ট কৃষ্ণ নহেন। অপরাপর গৌর-পার্ষদদের দৃষ্টিতে প্রভু ছিলেন—রাধাভাবাবিষ্ট কৃষ্ণ, "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"; রসাস্বাদন-সময়ে তাঁহাদের দৃষ্টিতে প্রভু ছিলেন শ্রীরাধা, প্রভু নিজেও তাহাই মনে করিতেন। ইঁহাদের ভাবই মহাপ্রভুর স্বরূপের অনুকূল; যেহেতু, শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের আশ্রয়রূপে স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্তই গৌর হইয়াছেন। ইহাই—এই প্রেমের আশ্রয়ত্বই—গৌর-লীলার বৈশিষ্ট্য। সরকার-ঠাকুর গৌরকে প্রেমের বিষয়রূপেই দেখিতেন—ব্রজলীলার ন্যায়। সুতরাং তাঁহার ভাবে গৌরলীলার বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি নাই। অবশ্য স্বয়ংভগবান্ প্রেমের বিষয় এবং আশ্রয় উভয়ই, তথাপি ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপেই তাঁহার বিষয়ত্বের প্রাধান্য এবং শচীনন্দন-রূপে তাঁহার আশ্রয়ত্বের প্রাধান্য। সরকার-ঠাকুর আশ্রয়ত্ব-প্রধান গৌরসুন্দরেও বিষয়ত্বেরই প্রাধান্য দিতেন, আর অপরাপর গৌরপার্ষদগণ আশ্রয়ত্বেরই প্রাধান্য দিতেন। ইহাই অপরাপর ভক্ত অপেক্ষা গৌর-পার্ষদ শ্রীলসরকার-ঠাকুরের ভাবের পার্থক্য। রথের অগ্রভাগে শ্রীরাধার ভাবেই প্রভু শ্রীজগন্নাথের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন, সরকার-ঠাকুরের ভাব প্রভুর এই ভাবের অনুকূল নহে, সুতরাং প্রভুর ভাবের পুষ্টিসাধকও নহে ভাবিয়াই বোধ হয় সরকার-ঠাকুর তাঁহার শ্রীখণ্ড-সম্প্রদায়কে লইয়া "অন্যত্র কীর্ত্তন" করিয়াছিলেন—যেন প্রভুর অভীষ্ট রসাস্বাদনের পক্ষে এবং তাঁহার নিজের রসাস্বাদনের পক্ষেও বিঘ্ন না জন্মে, ইহা ভাবিয়া (২।১৬।১৪৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। অখিল-রসামৃত-বারিধি শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যে তাঁহার ভাব অঙ্গীকার করেন নাই, তাহা নহে; প্রভু অন্য ছয় সম্প্রদায়ে যেমন বিলাস করিয়াছেন, শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়েও বিলাস তেমনই করিয়াছেন (২।১৩।৫১)। তবে পার্থক্য এই যে—শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ে তিনি কীর্ত্তন-রস আস্বাদন করিয়াছেন প্রেমের বিষয়রূপে, রসরাজ-গৌরাঙ্গরূপে বা গৌরবর্ণ কৃষ্ণরূপে; আর অন্য সম্প্রদায়ে আস্বাদন করিয়াছেন প্রেমের আশ্রয় রূপে, "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপে," শ্রীরাধারূপে, স্বীয় স্বরূপ-রূপে, তত্ত্বতঃ গৌররূপে। শ্রীলসরকার-ঠাকুরের ভাবও কান্তাভাবই, কিন্তু রায়-রামানন্দের মুখে শ্রীমন্ মহাপ্রভু কান্তাভাবের আনুগত্যে যে ভজনের কথা প্রকাশ করাইয়াছেন এবং প্রভু নিজেও শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর নিকটে কান্তাভাবের আনুগত্যে যে ভজনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং শ্রীরূপাদি-গোস্বামিপাদগণও তাঁহাদের গ্রন্থে কান্তাভাবের আনুগত্যে যে ভজনের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, শ্রীলসরকার-ঠাকুরের কান্তাভাবের আনুগত্যে ভজন অপেক্ষা তাহার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সম্বন্ধে ভাবের পার্থক্যই বা দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যই এই বৈশিষ্ট্যের হেতু।

৪৬। মোট সাতটী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভুর গঠিত চারি সম্প্রদায় রথের সম্মুখে, দুই সম্প্রদায় রথের দুই পার্শ্বে এবং এক সম্প্রদায় রথের পশ্চাতে কীর্ত্তন করিয়াছিল।

৪৮। এস্থলে বৈষ্ণব-সমূহকে মেঘের সহিত তুলনা করা হইয়াছে; মেঘ যেমন বাদল বা বৃষ্টি বর্ষণ করে, এই সমস্ত বৈষ্ণবগণও সঙ্কীর্ত্তনরূপ অমৃত এবং তাঁদের প্রেমাশ্রুধারার জল বর্ষণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ প্রেমে তাঁদের নয়ন হইতে এত প্রবলবেগে এবং এত প্রচুর পরিমাণে অশ্রুবর্ষণ হইয়াছিল যে, তাহাতে মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়িতেছে বলিয়া

ত্রিভুবন ভরি উঠে সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি।
অন্যবাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি ॥ ৪৯
সাত ঠাঞি বুলে প্রভু 'হরিহরি' বলি।
'জয়জয় জগন্নাথ' কহে হস্ত তুলি ॥ ৫০
আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এককালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস ॥ ৫১
সভে কহে—প্রভু আছেন এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যায় আমার দয়ায় ॥ ৫২
কেহো লখিতে নারে, অচিন্ত্য প্রভুর শক্তি।
অন্তরঙ্গ-ভক্ত জানে—যার শুদ্ধভক্তি ॥ ৫৩
কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত।
কীর্ত্তন দেখেন রথ করিয়া স্থগিত ॥ ৫৪
প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়।
দেখিতে বিবশ রাজা হৈলা প্রেমময় ॥ ৫৫
কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা।
কাশীমিশ্র কহে—তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা ॥ ৫৬
সার্ব্বভৌমসহ রাজা করে ঠারাঠারি।
আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি ॥ ৫৭
যারে তাঁর কৃপা, তাঁরে সে জানিতে পারে।
কৃপা-বিনা ব্রহ্মাদিক জানিতে না পারে ॥ ৫৮
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রভুর প্রসন্ন মন।
সে প্রসাদে পাইল এই রহস্য দর্শন ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

মনে হইল। কিন্তু বৃষ্টির জলে যেমন লোকের অসুবিধা বা কষ্ট হয়, বৈষ্ণবদের নেত্রজলে তেমন হয় নাই; অমৃত পানে যেমন আনন্দ হয়, তাঁদের প্রেমের তরঙ্গে এবং সঙ্কীর্ত্তনের মাধুর্য্যে তদ্রূপই আনন্দ হইয়াছিল।

৫১। **এককালে**—এক সময়ে; যুগপৎ। **সাতঠাঞি**—সাত সম্প্রদায়েই। **বিলাস**—বিহার।

৫২-৫৩। **আমার দয়ায়**—আমার প্রতি দয়াবশতঃ। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এস্থলেও এক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। একই সময়ে সাত সম্প্রদায়ে উপস্থিত আছেন, থাকিয়া হরি হরি বলিয়া, "জয় জগন্নাথ" বলিয়া হাত তুলিয়া শব্দ করিতেছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেই মনে করেন, তাঁহাদের প্রতি প্রভুর বড় দয়া, এজন্য অন্য সম্প্রদায়ে না যাইয়া তাঁহাদের সম্প্রদায়েই আছেন। প্রভুর এই অচিন্ত্য-শক্তি কেহই লক্ষ্য করিতে পারেন নাই; তবে যাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ, তাঁহার চরণে যাঁদের অকপট শুদ্ধা ভক্তি আছে, তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম অবগত আছেন। ২।১১।২১৩-১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

লখিতে নারে—লক্ষ্য করিতে পারে না। **প্রভুর শক্তি**—প্রভুর লীলাশক্তি বা ঐশ্বর্য্য-শক্তি।

৫৫-৫৬। **পরমবিস্ময়**—শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে একা এক সময়ে সাত সম্প্রদায়ে উপস্থিত আছেন, ইহা রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর কৃপায় দেখিতে পাইলেন। প্রভুর এই অচিন্ত্য-শক্তি দেখিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; প্রেমে তাঁহার দেহ অবশ হইয়া গেল। রাজা প্রভুর এই অচিন্ত্যশক্তির মহিমার কথা কাশীমিশ্রকে বলিলেন; কাশীমিশ্র বলিলেন—"তোমার ভাগ্যের সীমা নাই, তাই তুমি প্রভুর এই মহিমা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে।"

৫৭। **ঠারাঠারি**—ঈসারা। প্রভু একাই যে, একই সময়ে সাত সম্প্রদায়ে উপস্থিত আছেন, রাজা প্রতাপরুদ্র ইসারায় সার্ব্বভৌমকে তাহা জানাইলেন। সার্ব্বভৌমও প্রভুর এই লীলা দেখিতে পাইয়াছিলেন।

চৈতন্যের চুরি—শ্রীচৈতন্য এক সময়ে যে সাত সম্প্রদায়ে উপস্থিত আছেন, এই অচিন্ত্য-শক্তিকে সকলের নিকট হইতে গোপন রাখার চেষ্টাই এস্থলে তাঁহার চুরি।

৫৮-৫৯। রাজাপ্রতাপরুদ্র সম্মার্জ্জনীদ্বারা শ্রীজগন্নাথের রথের রাস্তা পরিষ্কার করিয়াছিলেন; শ্রীজগন্নাথের সেবার নিমিত্ত রাজা হইয়াও প্রতাপরুদ্র এত তুচ্ছ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া প্রভু তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; এই তুষ্টিবশতঃ প্রভু তাঁহার প্রতি যে কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রভাবেই প্রতাপরুদ্র প্রভুর এই অচিন্ত্যশক্তির ক্রিয়া লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহার কৃপা ব্যতীত ব্রহ্মাদি দেবগণও প্রভুর মহিমা জানিতে পারেন না।

সাক্ষাতে না দেখা দেন, পরোক্ষে এত দয়া।
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের এই মায়া ॥ ৬০
সার্ব্বভৌম কাশীমিশ্র দুই মহাশয়।
রাজারে প্রসাদ দেখি হইল বিস্ময় ॥ ৬১
এইমত লীলা প্রভু করি কথোক্ষণ।
আপনে গায়েন নাচে নিজভক্তগণ ॥ ৬২
কভু একমূর্ত্তি হয়—কভু বহুমূর্ত্তি।
কার্য্য-অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি ॥ ৬৩
লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান।
ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান ॥ ৬৪
পূর্ব্বে যৈছে রাসাদিলীলা কৈল বৃন্দাবনে।
অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণেক্ষণে ॥ ৬৫
ভক্তগণ অনুভবে, নাহি জানে আন।
শ্রীভাগবতশাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥ ৬৬
এইমত মহাপ্রভু করি নৃত্যরঙ্গে।
ভাসাইল সবলোক প্রেমের তরঙ্গে ॥ ৬৭
এইমত হৈল কৃষ্ণের রথ আরোহণ।
তার আগে নাচাইল প্রভু নিজগণ ॥ ৬৮
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা গমন।
তার আগে প্রভু যৈছে করিল নর্ত্তন ॥ ৬৯
এইমত কীর্ত্তন প্রভু করি কথোক্ষণ।
আপন উদ্‌যোগে নাচাইল ভক্তগণ ॥ ৭০
আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল ॥ ৭১
শ্রীবাস রামাই রঘু গোবিন্দ মুকুন্দ।
হরিদাস গোবিন্দানন্দ মাধব গোবিন্দ ॥ ৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬০। **সাক্ষাতে** ইত্যাদি—প্রভু নিজে সন্ন্যাসী বলিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মের অনুরোধে রাজাপ্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেন নাই; প্রভু স্বয়ংভগবান্ হইলেও এবং তজ্জন্য তিনি সন্ন্যাসাশ্রমের বিধি-নিষেধের অতীত হইলেও, তিনি প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দিলে—সাধারণ লোক তাহা জানিতে পারিলে দর্শন দানের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া প্রভুর আচরণকে আদর্শ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবে; তাই তিনি প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেন নাই; কিন্তু সাক্ষাতে দর্শন না দিলেও তাঁহার প্রতি প্রভুর যথেষ্ট কৃপা ছিল; সেই কৃপার বশেই প্রভু স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির—লীলা-দর্শনের—সৌভাগ্য রাজাকে দান করিয়াছিলেন। **মায়া**—কৃপা।

৬১। **রাজারে প্রসাদ**—রাজার প্রতি প্রভুর কৃপা।

৬৩-৬৫। প্রভু কখনও এক মূর্ত্তিতে নৃত্য করিতেছেন, প্রয়োজনানুসারে কখনও বা একই সময়ে বহু মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বহু স্থানে নৃত্য করিতেছেন। কিরূপে তিনি ইহা করিতেছেন, তাহা তিনি নিজে জানেন না; তাঁহার ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পাইয়া লীলাশক্তিই বহুমূর্ত্তি প্রকট করিতেছেন। ব্রজের রাসলীলায়ও এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ বহুমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া এক এক গোপীর পার্শ্বে এক এক মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান ছিলেন। ২।৮।৮২-৮৩ এবং ২।১১।২১৩-১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৬। **অনুভবে**—অনুভব করেন। প্রভুর এই লীলারহস্য একমাত্র ভক্তগণই অনুভব করিতে পারেন; অন্যের পক্ষে ইহার অনুভব অসম্ভব। **শ্রীভাগবত-শাস্ত্র** ইত্যাদি—প্রভুর ইচ্ছা জানিয়া লীলাশক্তি যে একই সময়ে বহুস্থানে প্রভুর বহুমূর্ত্তিও প্রকাশ করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন, শ্রীমদ্‌ভাগবতের "যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ" ইত্যাদি ১০।৩৩।৩ শ্লোকেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; রাসলীলায় দুই দুই গোপীর মধ্যস্থানেই যে শ্রীকৃষ্ণের এক একমূর্ত্তি বিরাজিত ছিলেন, সুতরাং একই সময়েই যে শ্রীকৃষ্ণের বহুমূর্ত্তি লীলাশক্তি প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই উক্ত শ্লোক হইতে জানা যায়। ব্রজলীলার শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সুতরাং লীলাশক্তি যে শ্রীচৈতন্যরূপেরও বহুমূর্ত্তি প্রকটিত করিতে সমর্থ, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি আছে?

৬৮। **কৃষ্ণের রথ আরোহণ**—শ্রীজগন্নাথরূপী কৃষ্ণের রথ-আরোহণ। **তার আগে**—রথের সম্মুখে।

উদ্দণ্ড নৃত্যে যবে প্রভুর হৈল মন।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নবজন ॥ ৭৩

এই দশজন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায়।
আর সম্প্রদায় চারিদিগে রহি গায় ॥ ৭৪

দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাথ।
উর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ ॥ ৭৫

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।১৯।৬৫)—
মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি (৪৭।৯৪)—
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ২ ॥

তথাহি মুকুন্দমালায়াম্ (৩)—
পদ্যাবল্যাং (১০৮)—
জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নম ইতি। ব্রহ্মণ্যদেবায় ব্রহ্মণ্যানাং বেদজ্ঞানাং দেবায় পূজ্যায় অথবা ব্রহ্মরূপদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় গোভ্যো যজ্ঞঘৃতদোগ্ধ্রীভ্যঃ ব্রাহ্মণেভ্যো বেদজ্ঞেভ্যো হিতং যস্মাত্তস্মৈ গোব্রাহ্মণানাং হিতসাধনেন যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানাৎ ধর্ম্মস্থাপকায় ইত্যর্থঃ অতঃ জগদ্ধিতায় জগল্লোকানাং সুখকরায় কৃষ্ণায় যশোদানন্দনায় গোবিন্দায় গোপালকায় নমো নমো নম ইতি অত্যাদরেণ ত্রিরুক্তিরিতি জ্ঞেয়ম্। নম ইতি প্রাণাধিকং সর্ব্বং সমর্পিতবানহমিতি ব্যঞ্জকমিতি। শ্লোকমালা। ২

অসৌ দেবো জয়তি জয়তি মহোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। অত্র মহাহর্ষেণ বীপ্সা এবং পরত্র। অসাবিতি তৎসাক্ষাৎকারত্বেনৈবোক্তম্। কথম্ভূতো দেবঃ দেবকীনন্দনঃ। বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ বৃষ্ণয়ঃ যাদবাঃ এতেষাং যাদবানাং গোপানাঞ্চ বংশং কুলং প্রদীপয়তি প্রকাশয়তীতি তথা গোপানাং যাদবত্বং স্কান্দমথুরামাহাত্ম্যে ব্যক্তম্। রক্ষিতা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৩। **নবজন**—পূর্ব্বপয়ারোক্ত শ্রীবাসাদি নয়জন।

৭৪। **দশজন**—৭২ পয়ারোক্ত নয়জন ও স্বরূপ-দামোদর এই দশজন। **আর সম্প্রদায়**—উক্ত দশজন ব্যতীত সাত সম্প্রদায়ের অন্যান্য সকলে।

৭৫। **দেখি জগন্নাথ**—জগন্নাথের দিকে চাহিয়া।

শ্লো। ২। অন্বয়। ব্রহ্মণ্যদেবায় (বেদজ্ঞদিগের পূজ্য) গোব্রাহ্মণহিতায় (গো এবং ব্রাহ্মণগণের হিতকারী) জগদ্ধিতায় (জগতের হিতকারী) গোবিন্দায় (গোপালনকারী) কৃষ্ণায় (কৃষ্ণকে) নমঃ নমঃ (নমস্কার নমস্কার)।

অনুবাদ। যিনি বেদজ্ঞদিগের পূজনীয়, যিনি গো এবং ব্রাহ্মণের হিতকারী, যিনি জগতের হিতকারী এবং যিনি গোপালক, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার নমস্কার। ২

ব্রহ্মণ্যদেবায়—ব্রহ্মণ্য অর্থ বেদজ্ঞ ; দেব অর্থ পূজনীয় ; যিনি বেদজ্ঞদিগের পূজনীয় তাঁহাকে ব্রহ্মণ্যদেব বলে। **গোব্রাহ্মণ-হিতায়**—গোসকল হইতে যজ্ঞের সাধন ঘৃতদুগ্ধাদি পাওয়া যায় ; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণসমূহদ্বারা যজ্ঞাদি সাধিত হয় ; যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানার্থ শ্রীকৃষ্ণ গো ও ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকে "গো-ব্রাহ্মণহিত —গো ও ব্রাহ্মণের হিত হয় যাঁহা হইতে, তাদৃশ গোব্রাহ্মণহিতকারী" বলা হয়। **জগদ্ধিতায়**—সমস্ত জগতের মঙ্গলকারী। **গোবিন্দায়**—গোপালক।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু উক্ত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া শ্রীজগন্নাথের স্তুতি করিয়াছেন।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অসৌ (এই) দেবকীনন্দনঃ (দেবকীনন্দন) দেবঃ (দেব) জয়তি জয়তি (জয় যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন)। বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ (যদুবংশপ্রদীপ) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) জয়তি জয়তি (জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত

তথাহি (ভাঃ ১০।৯০।৪৮)—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥ ৪ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যাদবাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রবৃষ্টিনিবারণাদিতি। তথা যত্রাভিষিক্তো ভগবান্ মঘোনা যদুবৈরিণেত্যাদিনা। তথাভূতঃ কৃষ্ণঃ শ্রীযশোদানন্দনঃ। মেঘশ্যামলঃ মেঘবৎ শ্যামলঃ শীতল-শ্যামবর্ণঃ ইত্যর্থঃ অতঃ কোমলাঙ্গঃ। পৃথ্বীভারনাশঃ তথা মুকুন্দঃ পৃথিবীভারনাশচ্ছলেন অসুরেভ্যো মুক্তিং দদাতীত্যর্থঃ। এতেন তস্য মহাদয়ালুত্বং ধ্বনিতম্। ইতি শ্লোকমালা। ৩

যত এবম্ভূতঃ শ্রীকৃষ্ণস্ততঃ স এব সর্ব্বোত্তম ইত্যাহ জয়তীতি। জানানাং জীবানাং, নিবাসঃ আশ্রয়ঃ তেষু বা নিবসতি অন্তর্যামিতয়া তথা স শ্রীকৃষ্ণো জয়তি। দেবক্যাং জন্মেতি বাদমাত্রং যস্য সঃ যদুবরা পরিষৎ সভা-সেবকরূপা যস্য সঃ ইচ্ছামাত্রেণ নিরসনসমর্থোঽপি ক্রীড়ার্থং দোর্ভিরধর্ম্মং অস্যন্ ক্ষিপন্ স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ অধিকারিবিশেষানপেক্ষমেব বৃন্দাবনতরুগবাদীনাং সংসারদুঃখহন্তা তথা বিলাসবৈদগ্ধ্যমপেক্ষং ব্রজবনিতানাং পুরবনিতানাঞ্চ সুস্মিতেন শ্রীমতা মুখেন কামদেবং বর্দ্ধয়ন্ কামশ্চাসৌ দীব্যতি বিজিগীষতে সাংসারমিতি দেবশ্চ তং ভোগদ্বারা মোক্ষপ্রদমিত্যর্থঃ। স্বামী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হউন)। মেঘশ্যামলঃ (মেঘবৎ শীতল ও শ্যামবর্ণ) কোমলাঙ্গঃ (এবং কোমলাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ) জয়তি জয়তি (জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন)। পৃথ্বীভারনাশঃ (পৃথিবীর ভারনাশকারী) মুকুন্দঃ (মুকুন্দ) জয়তি জয়তি (জয়যুক্ত হউন)।

অনুবাদ। এই দেবকীনন্দন দেব জয়যুক্ত হউন। যদুকুলোজ্জ্বলকারী এই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। মেঘবৎ শীতল-শ্যামবর্ণ কোমলাঙ্গ এই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। ভূ-ভারনাশকারী এই মুকুন্দ জয়যুক্ত হউন। ৩

পৃথ্বীভারনাশঃ--অসুর-সংহার পূর্ব্বক পৃথিবীর ভার দূরীভূত করিয়াছেন যিনি, সেই **মুকুন্দঃ**—পৃথিবীর ভারনাশচ্ছলে অসুরদিগের মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ। **দেবকীনন্দনঃ**—দেবকীর পুত্র, শ্রীকৃষ্ণ। বসুদেবের পত্নীর নাম দেবকী; আবার নন্দগেহিণী যশোদারও এক নাম দেবকী। **বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ**—বৃষ্ণিশব্দে সাধারণতঃ দ্বারকার যদুবংশীয়দিগকে বুঝায়। আবার "রক্ষিতা যাদবাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রবৃষ্টিনিবারণাদিত্যাদি"-বাক্যে স্কন্দপুরাণের মথুরামাহাত্ম্যে ব্রজের গোপদিগকেও যাদব বলা হইয়াছে। সুতরাং বৃষ্ণিবংশপ্রদীপ—গোপকুলোজ্জ্বলকারী এবং যদুকুলোজ্জ্বলকারী—এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইতে পারে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ উভয়বংশেরই প্রদীপতুল্য ছিলেন।

শ্লো। ৪ অন্বয়। জননিবাসঃ (জনগণের আশ্রয়স্বরূপ যিনি, অথবা অন্তর্য্যামিরূপে যিনি জনগণের মধ্যে অবস্থিত) দেবকীজন্মবাদঃ (শ্রীদেবকী-দেবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—যাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ কথা প্রচলিত আছে), যদুবরপরিষৎ (যাদবশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার সেবকরূপ সভাসৎ), স্বৈঃ (স্বীয়) দোর্ভিঃ (বাহুদ্বারা) অধর্ম্মং (অধর্ম্মকে) অস্যন্ (দূরীভূত করিয়া) স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ (যিনি স্থাবর-জঙ্গমাদির দুঃখহরণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ) সুস্মিত শ্রীমুখেন (মধুরহাস্যসমন্বিত শ্রীমুখকমলদ্বারা) ব্রজবনিতানাং (ব্রজবনিতা ও মথুরাদ্বারকাস্থ-বনিতাদিগের) কামদেবং (পরমপ্রেম) বর্দ্ধয়ন্ (উদ্দীপিত করিয়া) জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজিত আছেন)।

অনুবাদ। যিনি জীবগণের আশ্রয় (অথবা যিনি অন্তর্য্যামিরূপে জীবগণের হৃদয়ে অবস্থিত), শ্রীদেবকী-দেবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া যাঁহার সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত আছে, যাদবশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার সেবকরূপ সভাসৎ, যিনি স্বীয় বাহুদ্বারা অধর্ম্মকে দূরীভূত করিয়া স্থাবর-জঙ্গমাদির দুঃখ হরণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ মধুরহাস্যসমন্বিত সুশোভন মুখকমলদ্বারা (অর্থাৎ শ্রীমুখের মধুরহাস্যদ্বারা) শ্রীব্রজবনিতা ও শ্রীদ্বারকামথুরাস্থ-বনিতা-দিগের পরমপ্রেম উদ্দীপিত করিয়া সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজিত আছেন। ৪

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৭২)—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কোঽসি ত্বমিতি পৃষ্টস্য কস্যচিদ্ভক্তবরস্য বচনমনুবদতি নাহমিতি। অহং ন বিপ্রঃ ন ব্রাহ্মণজাতিঃ ন চ নরপতিঃ ন ক্ষত্রিয়জাতিঃ নাপি বৈশ্যঃ ন বৈশ্যজাতিঃ ন শূদ্রঃ ন শূদ্রজাতিশ্চ চতুর্বর্ণমধ্যে কোঽপি নাহমিত্যর্থঃ। তথা চতুরাশ্রম-মধ্যে কোঽপি নাহমিত্যাহ; নাহং বর্ণী ব্রহ্মচারী ন, ন চ গৃহপতিঃ গৃহস্থঃ ন, ন বনস্থঃ বানপ্রস্থঃ ন, যতি র্বা সন্ন্যাসী ন। কিন্তু প্রকৃষ্টরূপেণ উদ্যন্ উদয়মাবিষ্কুর্ব্বন্ যো নিখিল-পরমানন্দঃ তস্য পূর্ণামৃতাব্ধিঃ সর্ব্বেষামানন্দানামাকর ইত্যর্থঃ তস্য, গোপীনাং ব্রজাঙ্গনানাং ভর্ত্তুঃ স্বামিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পদকমলয়ো র্দাসদাসানুদাসঃ অতিহীনদাসোঽস্মীত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জননিবাসঃ—জনগণের নিবাস বা আশ্রয় যিনি; অথবা, জনগণই যাঁহার নিবাস বা আশ্রয় (অন্তর্য্যামিরূপে যিনি জীবগণের হৃদয়ে অবস্থান করেন)। **দেবকীজন্মবাদঃ**—দেবকীতে—বসুদেবপত্নী দেবকীর গর্ভে, অথবা যশোদার গর্ভে, (যশোদার অপর নাম দেবকী) জন্ম হইয়াছে—এইরূপ বাদ বা প্রবাদ প্রচলিত আছে যাঁহার সম্বন্ধে। দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছে—ইহা প্রসিদ্ধি মাত্র; প্রকৃত কথা নহে; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ অনাদি তত্ত্ব বলিয়া জন্মাদি-রহিত; শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্যরস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ অনাদিকাল হইতেই যশোদা ও দেবকীরূপে বিরাজিত; লীলাশক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ মনে করেন—দেবকী-যশোদা তাঁহার মাতা; দেবকী-যশোদাও মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পুত্র। ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট-লীলাকালেও দেবকী-যশোদার গর্ভ হইতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন—এইরূপ লীলার অভিনয় মাত্র করা হয়; বস্তুতঃ মানুষের ন্যায় তাঁহার জন্ম হয় না। অনাদি বস্তুর জন্ম হইতেও পারে না। **যদুবরপরিষৎ**—যাদবদিগের (যাদব-শব্দে ব্রজের গোপগণ এবং দ্বারকামথুরার যদুবংশীয়-গণ—এই উভয়কেই বুঝায় বলিয়া ব্রজের গোপগণের এবং দ্বারকামথুরার যদুবংশীয়গণের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁহারা, তাঁহারা যাঁহার পার্ষদ—**স্বৈঃ দোর্ভিঃ**—স্বীয় বাহুদ্বারা; অথবা স্বীয় পার্ষদ যাদবগণরূপ বাহুর সাহায্যে **অধর্ম্মং অস্যন্**—অসুর-শরীররূপ অধর্ম্মকে বিনাশ করিয়া; অথবা, স্বীয় পার্ষদ গোপবালকরূপ বাহুর সাহায্যে **অস্যন্ ন ধর্ম্মং**—ধর্ম্মং ন অস্যন্—ধর্ম্মস্থাপন করিয়া (শ্রীজীব) **স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ**—বৃন্দাবনস্থ তরুলতাগোবর্দ্ধনাদি স্থাবরবস্তুসমূহের এবং তত্রত্য মৃগপক্ষী-আদি জঙ্গমবস্তু-সমূহের—তথা দ্বারকাস্থ রৈবতকাদি স্থাবর-বস্তুসমূহের এবং তত্রত্য মৃগপক্ষী-আদির দুঃখহরণ করিয়া আনন্দ দান করেন যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণ **সুস্মিতশ্রীমুখেন**—মধুরহাসিযুক্ত শ্রী (শোভন) মুখদ্বারা; মনোহর মুখের মধুর মন্দহাসিদ্বারা **ব্রজপুরবনিতানাং**—ব্রজবনিতাদিগের এবং পুর (দ্বারকা-মথুরাস্থিত) বনিতাদিগের **কামদেবং**—অপ্রাকৃত কাম, পরমপ্রেম (ব্রজগোপীদের প্রেমকেই কাম বলা হয়) **বর্দ্ধয়ন্**—উদ্দীপিত করিয়া (শ্রীকৃষ্ণের মধুরহাস্য দেখিয়া তাঁহাদের কাম—প্রেম—উদ্দীপিত হয়) **জয়তি**—সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে বিরাজিত। এস্থলে বর্ত্তমানকাল-প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় নিত্য বিরাজিত।

উক্ত তিনটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভক্তভাবে শ্রীজগন্নাথ-দেবের স্তুতি করিয়াছেন।

শ্লো। ৫। অন্বয়। অহং (আমি) ন বিপ্রঃ (বিপ্র বা ব্রাহ্মণ নহি) ন চ নরপতিঃ (ক্ষত্রিয়ও নহি) ন অপি বৈশ্যঃ (বৈশ্যও নহি) ন শূদ্রঃ (শূদ্রও নহি)। অহং (আমি) ন বর্ণী (ব্রহ্মচারী নহি) ন চ গৃহপতিঃ (গৃহস্থও নহি) নো বনস্থঃ (বানপ্রস্থও নহি) ন যতিঃ বা (যতি বা সন্ন্যাসীও নহি)। কিন্তু (কিন্তু) প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধেঃ (প্রকৃষ্টরূপে প্রকটিত নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ অমৃতের সমুদ্রতুল্য) গোপীভর্ত্তুঃ (গোপীকারমণ শ্রীকৃষ্ণের) পদকমলয়োঃ (চরণপদ্মের) দাসদাসানুদাসঃ (দাসদাসানুদাস হই)।

এত পঢ়ি পুনরপি করিলা প্রণাম।
যোড়হাথে ভক্তগণ বন্দে ভগবান্ ॥ ৭৬
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
চক্রভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত-আকার ॥ ৭৭
নৃত্যে প্রভুর যাহাঁ যাহাঁ পড়ে পদতল।
সসাগর শৈল মহী করে টলমল ॥ ৭৮
স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য।
নানাভাবে বিবশতা গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥ ৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি; আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও নহি; কিন্তু আমি প্রকৃষ্টরূপে প্রকটিত-নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রতুল্য গোপীরমণ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলদ্বয়ের দাসদাসানুদাসমাত্র। ৫

লৌকিক জগতে চারিটী বর্ণ এবং চারিটী আশ্রম আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণ; প্রাচীনকালে গুণ-কর্ম্মানুসারে বর্ণবিভাগ হইত; ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যাইতনা; ব্রাহ্মণের পুত্রও শূদ্রোচিত গুণের অধিকারী হইলে শূদ্রপর্য্যায়ভুক্ত হইত। আবার ক্ষত্রিয়াদির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও কেহ যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণের অধিকারী হইতেন, তাহা হইলে তিনিও ব্রাহ্মণপর্য্যায়ভুক্ত হইতেন। কালক্রমে গুণকর্ম্মগত বর্ণবিভাগের স্থলে জন্মগত বর্ণবিভাগ আসিয়া পড়িল, তখন হইতে ব্রাহ্মণোচিত গুণ না থাকিলেও ব্রাহ্মণের পুত্রই ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত হইতে থাকেন; অন্যান্য বর্ণসম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা। আর ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু—এই চারিটী আশ্রম; একই ব্যক্তি প্রথমে ব্রহ্মচারীরূপে বিদ্যাশিক্ষা করেন, তার পরে গৃহস্থরূপে সংসারধর্ম্ম করেন, তারপরে পঞ্চাশবৎসর বয়স হইলে সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন এবং সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। বর্ণ ও আশ্রম লৌকিক বিভাগমাত্র—সামাজিক প্রথামাত্র; দেহের সহিতই বর্ণাশ্রমের সম্বন্ধ, জীবস্বরূপের সহিত ইহার বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই। জীবস্বরূপের সহিত সম্বন্ধ কেবল শ্রীকৃষ্ণের—জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। এই শ্লোকে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ভক্তভাবে এই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। ভক্তভাবে যুক্তকরে শ্রীজগন্নাথের স্তুতি করিয়া এই শ্লোক বলার অভিপ্রায় বোধ হয় এইরূপ :—"প্রভু, স্বরূপতঃ আমি তোমার দাস; লৌকিক বর্ণাশ্রমবিভাগের অভিমান আমার চিত্ত হইতে দয়া করিয়া দূর করিয়া দাও; তোমার দাস-অভিমান হৃদয়ে জাগাইয়া দাও; তোমার গোপীজনবল্লভরূপের সেবা দিয়া আমাকে কৃতার্থ কর প্রভু।" শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এস্থলে মঞ্জরীভাবে আবিষ্ট বলিয়াই মনে হইতেছে।

প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধেঃ—প্রকৃষ্টরূপে (উদ্যন্) আবির্ভূত যে নিখিলপরমানন্দ, তদ্দ্বারা পরিপূর্ণ অমৃতের সমুদ্রতুল্য যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার। নিখিল পরমানন্দ প্রকৃষ্টরূপে অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। এই পরমানন্দ সমুদ্রের ন্যায় অসীম ও অগাধ এবং অমৃতের ন্যায় চমৎকৃতিজনক; তাই শ্রীকৃষ্ণকে অমৃততুল্য নিখিল-পরমানন্দের সমুদ্র বলা হইয়াছে। **গোপীভর্ত্তুঃ**—গোপীকাদিগের বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের, গোপীজনবল্লভের, কান্তা-ভাবের বিষয় শ্রীকৃষ্ণের। **দাসদাসানুদাসঃ**—দাসের যে দাস, তাহারও অনুদাস; অতি হীনদাস।

৭৬। এত পঢ়ি—পূর্ব্বোক্ত শ্লোক চারিটী পড়িয়া।

৭৭। উদ্দণ্ড নৃত্য—দণ্ডের ন্যায় ঊর্দ্ধে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক নৃত্য। **চক্র**—চাকা। **ভ্রমি**—ভ্রমণ করিয়া, ঘুরিয়া। **চক্রভ্রমি**—চাকার ন্যায় ঘুরিয়া। **ভ্রমে**—ঘুরেন। **অলাত**—জ্বলন্ত কাষ্ঠ। একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠকে দ্রুতবেগে ঘুরাইলে তাহাকে যেমন একটী অগ্নিময় জ্বলন্ত বৃত্ত বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ শ্রীমন্ মহাপ্রভুও অতি দ্রুতবেগে চক্রাকারে ঘুরিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকেও যেন একটী স্বর্ণবর্ণ বৃত্ত বলিয়াই মনে হইতেছিল।

৭৮। সসাগর—সাগরের সহিত। **শৈল**—পর্ব্বত। **মহী**—পৃথিবী। সাগর ও পর্ব্বতাদির সহিত সমস্ত পৃথিবী যেন টলমল করিতে লাগিল।

৭৯। প্রভুর দেহে স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকভাব (২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য) এবং হর্ষাদি সঞ্চারী ভাব (২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) প্রকটিত হইল। তাহাতে প্রভু প্রেম-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমি গড়ি যায়।
স্বর্ণপর্ব্বত যেন ভূমিতে লোটায়॥ ৮০
নিত্যানন্দপ্রভু দুই হস্ত প্রসারিয়া।
প্রভুকে ধরিতে বুলে আশে পাশে ধাঞা॥ ৮১
প্রভুপাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার।
হরিদাস 'হরি বোল' বোলে বারবার॥ ৮২
লোক নিবারিতে হইল তিন মণ্ডল।
প্রথম মণ্ডল নিত্যানন্দ মহাবল॥ ৮৩
কাশীশ্বর-গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
হাথাহাথি করি হৈল দ্বিতীয়াবরণ॥ ৮৪
বাহিরে প্রতাপরুদ্র লৈয়া পাত্রগণ।
মণ্ডলী হইয়া করে লোকনিবারণ॥৮৫
হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্তাবলম্বিয়া।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া॥ ৮৬
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্টমন।
রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্ত্তন॥ ৮৭
রাজার আগে হরিচন্দন দেখি শ্রীনিবাস।
হস্তে তারে স্পর্শি কহে—হও একপাশ॥ ৮৮
নৃত্যালোকাবেশে শ্রীবাস কিছুই না জানে।
বারবার ঠেলে, আর ক্রোধ হৈল মনে॥ ৮৯
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ।
চাপড় খাইয়া ক্রুদ্ধ হৈলা সে হরিচন্দন॥ ৯০
ক্রুদ্ধ হৈয়া তারে কিছু চাহে বলিবারে।
আপনে প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে—॥ ৯১
ভাগ্যবান্ তুমি ইঁহার হস্তস্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হইলা॥ ৯২
প্রভুর নৃত্য দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
অন্য আছু, জগন্নাথের আনন্দ অপার॥ ৯৩
রথ স্থির করি আগে না করে গমন।
অনিমিষ-নেত্রে করে নৃত্য দরশন॥ ৯৪
সুভদ্রা-বলরামের হৃদয় উল্লাস।
নৃত্য দেখি দুইজনার শ্রীমুখে হৈল হাস॥ ৯৫
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাবোদয় হয় সমকাল॥ ৯৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

৮২। **আচার্য্য**—শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য।

৮৩-৮৫। মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক উৎকণ্ঠিত; অনেকেই মহাপ্রভুর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন। তাই লোকের ভিড় দূরে রাখিবার জন্য পর পর তিন মণ্ডলে মহাপ্রভুর পার্ষদগণ দাঁড়াইলেন। প্রথমে শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন; তার পরে দ্বিতীয় মণ্ডলে কাশীশ্বর-গোবিন্দাদি হাতাহাতি করিয়া প্রভুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন; তাহার বাহিরে তৃতীয় মণ্ডলে রাজা-প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্রগণ লইয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।

৮৬। **হরিচন্দন**—রাজা প্রতাপরুদ্রের জনৈক পার্ষদ। **হস্তাবলম্বিয়া**—হাত রাখিয়া।

৮৮। **রাজার আগে**—রাজা প্রতাপরুদ্রের সম্মুখে। **শ্রীনিবাস**—শ্রীবাস পণ্ডিত। **হও এক পাশ**—রাজার সম্মুখভাগ হইতে এক পাশে সরিয়া যাও।

৮৯। **নৃত্যালোকাবেশে**—নৃত্য + আলোক (দর্শন) + আবেশে; মহাপ্রভুর নৃত্যদর্শনে আবিষ্ট হওয়ায়। **কিছুই না জানে**—তিনি যে রাজার সম্মুখভাগে দাঁড়াইয়া রাজার দর্শনের ব্যাঘাত জন্মাইতেছেন, বাহ্যস্মৃতি না থাকায় শ্রীবাসের সেই বিষয়ে খেয়ালই ছিল না। **বারবার ঠেলে**—হরিচন্দন শ্রীবাসকে বারবার ঠেলিতে লাগিলেন। **তার ক্রোধ**—শ্রীবাসের ক্রোধ।

৯২। এই পয়ার হরিচন্দনের প্রতি প্রতাপরুদ্রের উক্তি। **ইঁহার হস্তস্পর্শ**—শ্রীবাসের হস্তস্পর্শ।

৯৪। **অনিমিষ নেত্রে**—পলকহীন চক্ষুতে। এই পরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯৬। "উদ্দণ্ডনৃত্যে" স্থলে "উদ্ভটনৃত্যে" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **উদ্ভট**—উৎকট; অদ্ভুত। **অষ্টসাত্ত্বিক**—

মাংসব্রণ-সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত ॥ ৯৭
একেক-দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোকে জানে—দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥ ৯৮
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে—তাতে রক্তোদ্গম।
'জজ গগ জজ গগ'—গদ্গদবচন ॥ ৯৯
জলযন্ত্র-ধারা যেন বহে অশ্রুজল।
আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল ॥ ১০০
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্প-সম ॥ ১০১
কভু স্তব্ধ, কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়।
শুষ্ককাষ্ঠসম হস্তপদ না চলয় ॥ ১০২
কভু ভূমি পড়ে, কভু হয় শ্বাসহীন।
যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ ॥ ১০৩
কভু নেত্র-নাসা-জল মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে পড়ে যেন ॥ ১০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২।২।৬২-ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। **সমকাল**—একই সময়ে। সকল সাত্ত্বিকভাব এক কালে ব্যক্ত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে তাহাকে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব বলে। এই উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবই মহাভাবে সুদ্দীপ্ত হয়; পরবর্ত্তী পয়ার সমূহ হইতে বুঝা যায়, মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার ভাবে মহাপ্রভুর দেহে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব প্রকটিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ৯৭-১০৪ পয়ারে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকের অভিব্যক্তি দেখান হইয়াছে।

৯৭। ক্রমে ক্রমে অষ্ট-সাত্ত্বিকের পূর্ণতম অভিব্যক্তি দেখাইতেছেন। এই পয়ারে "রোমাঞ্চের" লক্ষণ দেখাইয়াছেন। রোম এমন ভাবে পুলকিত হইয়াছিল যে, তাহার গোড়ার মাংস স্ফোটকের মত ফুলিয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে, প্রভুর দেহ দেখিতে কণ্টকবেষ্টিত শিমুল বৃক্ষের মত হইয়াছিল। **মাংসব্রণ**—মাংসের ব্রণ বা স্ফোটক।

৯৮। এই পয়ারে "কম্প" দেখান হইয়াছে। প্রত্যেক দন্ত এত বেগে কাঁপিতেছিল, যেন সমস্ত দন্তই খসিয়া পড়িতেছে, এরূপ মনে হইল।

৯৯। প্রথম পংক্তিতে "স্বেদ" ও দ্বিতীয় পংক্তিতে "স্বরভেদ" দেখান হইয়াছে। সমস্ত শরীরে এত ঘর্ম্ম হইয়াছিল যে, এবং ঐ ঘর্ম্ম এত তীব্রবেগে বাহির হইতেছিল যে, ঐ ঘর্ম্মের সঙ্গে রক্ত পর্য্যন্ত বাহির হইতেছিল। **প্রস্বেদ**—প্রচুর ঘর্ম্ম। **রক্তোদ্গম**—রক্ত বাহির হওয়া। **"জজ গগ জজ গগ"** আদি দ্বারা স্বরভেদ দেখান হইয়াছে। "জগন্নাথ" বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু প্রেমে স্বরভেদ হওয়ায় "জগন্নাথ" বলিতে পারিতেছেন না, কেবল "জজ গগ জজ গগ" বলিতেছেন। গদ্গদ্-বাক্যাদিই স্বরভেদের লক্ষণ।

১০০। এই পয়ারে অশ্রু দেখান হইয়াছে। চক্ষু হইতে এত প্রবল ভাবে জল বাহির হইতেছে যে, দেখিলে মনে হয় যেন পিচকারী বা ফোয়ারা হইতে জল আসিতেছে; সেই নয়নজলে চারিদিকের সকল লোক ভিজিয়া গেল। **জলযন্ত্র**—পিচকারী বা ফোয়ারা।

১০১। এই পয়ারে "বৈবর্ণ্য" দেখান হইয়াছে। **বৈবর্ণ্য**—অর্থ দেহের স্বাভাবিক বর্ণের পরিবর্ত্তে অন্য বর্ণ হওয়া। প্রভুর দেহের স্বাভাবিক বর্ণ গৌর; কিন্তু এই প্রেমের বিকারের সময়ে প্রভুর বর্ণ কখনও লাল, কখনও বা মল্লিকা পুষ্পের মত একেবারে সাদা হইয়া যাইত। **অরুণ**—রক্ত, লাল। **কান্তি**—বর্ণ।

১০২। এই পয়ারে "স্তম্ভ" দেখান হইয়াছে। স্তম্ভে বাক্‌রোধ হয়, দেহ নিশ্চল বা নিস্পন্দ হইয়া যায়, চক্ষু-কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য রহিত হইয়া যায়। প্রভু কখনও ভূমিতে পড়িয়া এরূপ নিস্পন্দ অবস্থায় পড়িয়া থাকেন যে, হাত পা মোটেই নড়ে না, দেখিলে মনে হয় যেন শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড পড়িয়া আছে।

১০৩। এস্থলে "প্রলয়" দেখান হইয়াছে। প্রলয়ে আলম্বনে মন সম্পূর্ণরূপ লীন হয় বলিয়া সর্ব্ববিধ চেষ্টার ও জ্ঞানের লোপ পায়। মূর্চ্ছিতের মত মাটীতে পড়িয়া যাওয়া, নাসিকায় শ্বাস না থাকা ইত্যাদি ইহার লক্ষণ।

১০৪। এস্থলে প্রভুর বদনকে চন্দ্রের সঙ্গে এবং নাসিকা ও নেত্রের জল ও মুখের ফেনকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। চন্দ্র হইতে যেমন অমৃত ক্ষরিত হয়, সেইরূপ মহাপ্রভুর বদনস্থিত নাসা ও নেত্র হইতে জল এবং

সেই ফেন লৈয়া শুভানন্দ কৈল পান।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তেঁহো বড় ভাগ্যবান্॥ ১০৫

এইমত তাণ্ডব-নৃত্য করি কথোক্ষণ।
ভাববিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন॥ ১০৬

তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়ি স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল।
হৃদয় জানিঞা স্বরূপ গাহিতে লাগিল॥ ১০৭

তথাহি পদম্—
"সেই ত পরাণনাথ পাইলুঁ।
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেলুঁ॥ ধ্রু॥" ১০৮

এই ধুয়া উচ্চস্বরে গায় দামোদর।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর॥ ১০৯

ধীরে ধীরে জগন্নাথ করিল গমন।
আগে নৃত্য করি চলে শচীর নন্দন॥ ১১০

জগন্নাথে নেত্র দিয়া সভে গায় নাচে।
কীর্ত্তনীয়া সহ প্রভু চলে পাছে পাছে॥ ১১১

জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন-হৃদয়।
শ্রীহস্তযুগে করে গীতের অভিনয়॥ ১১২

গৌর যদি আগে না যায়,—শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে,—শ্যাম চলে ধীরে ধীরে॥ ১১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মুখগহ্বর হইতে ফেন নির্গত হইতেছে। ইহা অপস্মার-নামক ব্যভিচারী ভাবের লক্ষণ। দুঃখ হইতে উৎপন্ন ধাতুবৈষম্যাদি-জনিত চিত্তের বিপ্লবকে অপস্মার বলে; ভূমিতে পতন, ধাবন, অঙ্গব্যথা, ভ্রম, কম্প, ফেনস্রাব, বাহুক্ষেপণ, উচ্চ-শব্দাদি, ইহার লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত দুঃখই এস্থলে প্রভুর চিত্তবিপ্লবের হেতু; যাহার ফলে মুখ হইতে ফেন ক্ষরিত হইতেছে।

১০৬। **ভাব বিশেষে**—শ্রীকুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে শ্রীরাধার যে ভাব হইয়াছিল, প্রভুর মনে সেই ভাবের উদয় হইল।

১০৭। **আজ্ঞা দিল**—গান গাহিতে আদেশ করিলেন। **হৃদয় জানিয়া**—প্রভুর মনোগত ভাব বুঝিয়া তদনুকূল পদ গাহিলেন।

১০৮। **পাইলুঁ**—পাইলাম। **মদন-দহনে**—কামাগ্নিতে। **ঝুরি গেলুঁ**—দগ্ধ হইলাম। "যেই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কামাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলাম, সেই প্রাণবল্লভকে এখন পাইলাম।" রাধাভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া স্বরূপ-গোস্বামী এই পদ গান করিলেন। এই পদটী শ্রীরাধিকার উক্তি; ইহার মর্ম্ম এই:—কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হইলে শ্রীমতী ভাবিতেছেন, 'আমার এই বধুঁয়ার বিরহেই বৃন্দাবনে আমি কামানলে দগ্ধ হইতেছিলাম; সৌভাগ্যবশতঃ এখন তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলাম, এখন আমার প্রাণ, মন ও দেহ শীতল হইল।" ইহা বিরহান্তে মিলনজনিত আনন্দের জ্ঞাপক। রথের সাক্ষাতে জগন্নাথের চন্দ্রবদনে নয়ন রাখিয়া প্রভু এই গীত শুনিতেছেন, আর ভাবিতেছেন—"তিনি শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের বিরহে বৃন্দাবনে অতি দুঃসহ দুঃখে অনেক কাল যাপন করিয়াছেন; দুঃখে প্রাণ যায় নাই কেবল শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের আশায়।" আর রথে জগন্নাথকে দেখিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু ভাবিতেছেন—"আজ অনেক সৌভাগ্য, বহুদিনের পরে, বহু দুঃখের পরে এই কুরুক্ষেত্রে বধুঁয়াকে পাইলাম, পাইয়া আমার হৃদয়, মন ও প্রাণ শীতল হইল।" এই মিলনের আনন্দে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু রথের অগ্রে মধুর নৃত্য করিতেছেন।

১১১। **পাছে পাছে**—পেছনের দিকে। জগন্নাথের দিকে মুখ রাখিয়া পিছু হাটিয়া যাইতেছেন।

১১২। **শ্রীহস্তযুগে** ইত্যাদি—হস্তাদির ভঙ্গীদ্বারা গানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

১১৩। **গৌর**—গৌরবর্ণ শ্রীচৈতন্য। **শ্যাম**—শ্যামবর্ণ শ্রীজগন্নাথ।

মহাপ্রভু যদি রথের সম্মুখে না থাকেন—যদি রথের পেছনে থাকেন—তাহা হইলে জগন্নাথের রথ আর চলে না; আর মহাপ্রভু যদি রথের সম্মুখভাগে থাকিয়া পেছনের দিকে চলিতে থাকেন, তাহা হইলে রথও ধীরে ধীরে চলিতে থাকে।

এইমত গৌরশ্যাম করে ঠেলাঠেলি।
সরথ-শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী॥ ১১৪
নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈল ভাবান্তর।
হস্ত তুলি শ্লোক পঢ়ে করি উচ্চস্বর॥ ১১৫

তথাহি কাব্যপ্রকাশে (১।৪),—
সাহিত্যদর্পণে (১।১০),—পদ্যাবল্যাং (৩৮৬)

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর-
স্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ
প্রৌঢ়াঃ কদম্বানীলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-
ব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে
চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥ ৬॥

এই শ্লোক মহাপ্রভু পঢ়ে বারবার।
স্বরূপ বিনা কেহো অর্থ না জানে ইহার॥ ১১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গৌর সম্মুখে না থাকিলে রথ চলে না কেন? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—"ঈশ্বরেচ্ছায় চলে রথ, না চলে কারো বলে (২।১৩।২৭)।" জগন্নাথ যখন রথ চালাইতে ইচ্ছা করেন, তখনই রথ চলে, তাঁহার ইচ্ছা না হইলে, শতসহস্র লোক—এমন কি মত্ত হস্তিগণ টানিলেও রথ চলে না। বুঝা যাইতেছে—প্রভু যখন সম্মুখে—অর্থাৎ জগন্নাথের দৃষ্টিপথে না থাকেন, তখন রথ চালাইবার জন্য জগন্নাথের ইচ্ছাই হয় না। কেন? নৃত্যকালে প্রভুর শ্রীবিগ্রহ হইতে এমন এক অদ্ভুত মাধুর্য্য বিচ্ছুরিত হইত, যাহা দ্বারকাবিহারী শ্রীজগন্নাথেরও অপরিচিত (ভূমিকায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এই মাধুর্য্য একবার দেখিয়া পুনঃ পুনঃ তাহা দেখিবার জন্য জগন্নাথের এতই বলবতী ইচ্ছা হইয়াছিল যে, প্রভুকে সাক্ষাতে না দেখিলে হতাশায় তিনি যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন; এই ব্যাকুলতাতেই বোধ হয় তাঁহার রথ চালাইবার ইচ্ছা স্তম্ভিত হইয়া পড়িত, কাজেই রথ আর চলিত না। আবার প্রভু যখন তাঁহার মাধুর্য্যময় বিগ্রহ লইয়া জগন্নাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেন, তখন জগন্নাথের যেন উৎসাহ বর্দ্ধিত হইত, রথ চালাইবার ইচ্ছা আবার জাগ্রত হইত, মাধুর্য্যের ফোয়ারা ছড়াইয়া গৌর ধীরে ধীরে পেছনে চলিতে থাকেন, শ্যামও সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে করিতে ধীরে ধীরে রথ চালাইয়া চলিতে থাকেন। গৌরকে অধিক সময় সাক্ষাতে রাখার ইচ্ছাতেই বোধ হয় শ্যাম আস্তে আস্তে চলিতেন।

১১৪। **সরথ**—রথের সহিত। মহাপ্রভু যদি রথের পশ্চাতে থাকেন, তাহা হইলে রথ আর চলে না—যেন আর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না; মহাপ্রভুই যেন রথসহ জগন্নাথকে পেছনের দিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিতেছেন; (ইহাতে গৌরের অপূর্ব্বশক্তির—মহাবলের—পরিচয় পাওয়া যাইতেছে)। **মহাবলী**—অত্যন্ত শক্তিশালী। ইহা গৌরের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের শক্তি।

১১৫। **ভাবান্তর**—অন্যভাব। এ পর্য্যন্ত ভাব ছিল এই যে—"প্রভু শ্রীরাধা; অনেক দুঃখের পরে তিনি কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন, পাইয়া মিলনের আনন্দভোগ করিতেছেন।" এখন ভাব হইল—"এই যে মিলনের আনন্দ, ইহাতে মনের তত তৃপ্তি হয় না; শ্রীবৃন্দাবনে যদি বধুঁয়াকে পাইতেন, তাহা হইলে বিশেষ সুখী হইতেন।" এখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে মিলনের বাসনা হইতেছে।

হস্ত তুলি—হাত তুলিয়া। **শ্লোক পঢ়ে**—পরবর্ত্তী "যঃ কৌমারহরঃ" ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন।

শ্লো। ৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১।৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১১৬। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু জগন্নাথের অগ্রে বার বার কেন এই শ্লোক পড়িতেছেন, তাহা স্বরূপ-গোস্বামী ব্যতীত অপর কেহ জানেন না। মহাপ্রভু যে ভাবে আবিষ্ট হইয়া এই শ্লোক পড়িতেছেন, তাহা এই:—তিনি মনে ভাবিতেছেন, তিনি শ্রীরাধা; অনেক দিনের বিরহের পরে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন; মিলনে আনন্দও হইতেছে; কিন্তু এই আনন্দ, বৃন্দাবনে মিলনের আনন্দের মত তৃপ্তিদায়ক হইতেছে না। বৃন্দাবনে যে-শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে তিনি সুখে আত্মহারা হইতেন, এখানেও তাঁহার সেই প্রাণবঁধু শ্রীকৃষ্ণই; তিনিও সেই

এই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে আখ্যান—॥১১৭
পূর্ব্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পাইয়া আনন্দিত মন॥ ১১৮
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হৈয়া ধুয়া গাওয়াইল॥ ১১৯
অবশেষে রাধা কৃষ্ণে কৈল নিবেদন—।
সেই তুমি সেই আমি সে নবসঙ্গম॥ ১২০
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ॥ ১২১
ইহাঁ লোকারণ্য হাথি ঘোড়া রথধ্বনি।
তাহাঁ পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি॥ ১২২
ইহাঁ রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ।
তাহাঁ গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন॥ ১২৩
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই-সুখ-আস্বাদন।
সে-সুখ-সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এককণ॥ ১২৪
আমা লৈয়া পুন লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত পূরণে॥ ১২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

গোপকিশোরী শ্রীরাধাই; আর সেই দুজনেরই এই কুরুক্ষেত্রে মিলন, দীর্ঘ বিরহের পরের মিলন বলিয়া নবসঙ্গমের মতই সুখদায়ক হইতেছে; কিন্তু তথাপি এই সঙ্গমসুখ যেন বৃন্দবনের সঙ্গমের মত তত মধুর, তত তৃপ্তিজনক হইতেছে না। শ্রীরাধার মন বৃন্দাবনের যমুনাপুলিনের মালতীমল্লিকাশোভিত, পিক-কুহরিত, ভ্রমর-গুঞ্জিত মাধবীকুঞ্জের মিলনসুখের জন্যই উৎকণ্ঠিত হইতেছে। এই উৎকণ্ঠার সহিতই শ্রীরাধাভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভু উক্ত শ্লোক বার বার পাঠ করিতেছেন। স্বরূপ-গোস্বামী মহাপ্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ; এজন্য কি ভাবে প্রভু ঐ শ্লোক পড়িতেছেন, তাহ তিনি জানিতে পারিয়াছেন; অপর কেহ জানিতে পারে নাই। বিশেষতঃ ব্রজলীলায় স্বরূপ-গোস্বামী ছিলেন শ্রীরাধার প্রাণপ্রিয়-সখী ললিতা; শ্রীরাধার মনের কোনও কথাই ললিতার অবিদিত নহে; সুতরাং রাধাভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর মনের ভাবও ললিতাভাবাবিষ্ট স্বরূপগোস্বামীর অবিদিত থাকিতে পারে না।

১১৭। **পূর্ব্বে**—মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে। **আখ্যান**—বর্ণন।

১১৮। **পূর্ব্বে**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরলীলায়। **যেন**—যেরূপ।

১১৯। **ধুয়া**—"সেই ত পরাণনাথ" ইত্যাদি ১০৮ পয়ারোক্ত পদ।

১২০-২১। **অবশেষে**—"সেই ত পরাণনাথ" ইত্যাদি ধুয়াগানের পরে। এই ধুয়া শুনার পরে প্রভুর মনে ভাবান্তরের উদয় হইল (১১৫ পয়ার); এই ভাবান্তরটী কি, তাহা বলিতেছেন ১২০-১২৫ পয়ারে। এই ভাবটী হইতেছে—কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার ভাব।

রাধা কৃষ্ণে কৈল নিবেদন—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন (বলিলেন); যাহা বলিলেন, ১২০-১২৫ পয়ারে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। **নবসঙ্গম**—নূতন মিলন; সর্ব্বপ্রথম মিলন। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার যে মিলন হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম-নূতন মিলন না হইলেও দীর্ঘ-বিরহের পরে তাঁহাদের এই মিলন নবসঙ্গমের ন্যায়ই সুখপ্রদ হইয়াছিল। **আমার মন হরে বৃন্দাবন**—বৃন্দাবন আমার মনকে হরণ করিতেছে। বৃন্দাবনে মিলনের জন্যই আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে। **উদয় করাহ আপন চরণ**—নিজে বৃন্দাবনে গমন কর। শ্রীরাধা বলিতেছেন—"বধুঁ, বৃন্দাবনে তোমার সহিত মিলনে যে আনন্দ পাইয়াছি, এইস্থানে সে আনন্দ পাইতেছি না; অথচ তুমিও সেই, আমিও সেই; আবার দীর্ঘকাল বিরহের পরে আমাদের এই মিলন নবসঙ্গমের মতই হইয়াছে; তথাপি যেন তেমন তৃপ্তি পাইতেছি না। বৃন্দাবনে তোমার সঙ্গে মিলনের জন্যই আমার মন উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, তুমি দয়া করিয়া যদি বৃন্দাবনে যাও, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইতে পারি।"

১২২-২৫। **কুরুক্ষেত্রের সঙ্গমে** কেন আনন্দ হইতেছে না, বৃন্দাবনের দিকেই বা মন কেন ধাবিত হইতেছে, তাহার কারণও শ্রীরাধা বলিতেছেন। তাহা এই:—এখানে লোকে লোকারণ্য; এই লোকারণ্যের মধ্যেই তুমি

ভাগবতে আছে এই রাধিকা-বচন।
পূর্ব্বে তাহা সূত্রমধ্যে করিয়াছি বর্ণন॥ ১২৬
সেই-ভাবাবেশে প্রভু পঢ়ে এই শ্লোক।
শ্লোকের যে অর্থ—কেহো নাহি জানে লোক॥১২৭
স্বরূপগোসাঞি জানে, না কহে অর্থ তার।
শ্রীরূপগোসাঞি কৈল সে-অর্থ প্রচার॥ ১২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিরাজিত; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে লোকারণ্য নাই, পুষ্পারণ্য আছে; যমুনা-পুলিনে চারিদিকে নানাবিধ সুগন্ধি ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে; যমুনাগর্ভেও নানাবিধ কমল প্রস্ফুটিত হইয়া যেন হাস্যমুখেই তোমার অভিনন্দন করিত; এসব প্রস্ফুটিত কুসুমরাজির মধ্যে তুমি শোভা পাইতে। দ্বিতীয়তঃ, এখানে বহুসংখ্যক হাতী, ঘোড়া, রথ; আবার এসব হাতী, ঘোড়া ও রথের শব্দ; কিন্তু আমার শ্রীবৃন্দাবনে হাতী-ঘোড়া-রথের ধ্বনি নাই, আছে কেবল ভ্রমর ও কোকিলের কল-মধুরধ্বনি। ভ্রমরের মধুর গুঞ্জন, আর কোকিলের মধুর কুহুরবে বৃন্দাবন সঙ্গীতময় হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, এখানে তোমার সঙ্গে কত কত ক্ষত্রিয়; সকলেরই যোদ্ধার বেশ; কিন্তু বৃন্দাবনে তোমার সঙ্গী কেবল তোমার প্রিয় সখা—সরল গোপবালকগণ; বালকোচিত খেলাই তাদের একমাত্র কর্ম্ম; আর, বন্যফুল ও বন্যলতা-পাতায়ই তাদের বেশ-ভূষার চূড়ান্ত হইয়া থাকে। এখানে তোমার সঙ্গীদের হাতে ক্ষত্রিয়োচিত অস্ত্র, শস্ত্র; কিন্তু সেখানে রাখালদের হাতে কেবল শিঙ্গা, বেণু, আর হয়ত একটা পাঁচনি। চতুর্থতঃ, এখানে তোমার রাজবেশ; কত মণিমুক্তা, কত হীরা-মাণিক; মাথায় আবার বহুমূল্য রাজমুকুট। কত মণিমুক্তা এই রাজমুকুট হইতে ঝুলিয়া আসিয়া তোমার ভালদেশের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছে; কর্ণের মণিময় কুণ্ডল গণ্ডস্থলের শোভা বৃদ্ধির প্রয়াস পাইতেছে; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে তোমার এবেশ ছিল না; বনফুলের মালা, বনফুলের কেয়ূর কঙ্কণ, রাখাল-রাজার শিরে বনফুলের মুকুট, তাতে ময়ূরপাখা; চম্পককলিকার কুণ্ডল; ভালে ও কপোলে অলকা-তিলকা; এসমস্ত স্বাভাবিক ভূষণে তোমার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য পূর্ণরূপে বিকাশ পাইত। আবার বৃন্দাবনের শোভা—সে মাধুর্য্য, সে সৌন্দর্য্য—অনন্তগুণে বাড়াইয়া দিত; কিন্তু এখানে তোমার মণিমুক্তার অন্তরালে তোমার স্বাভাবিক মাধুর্য্য যেন চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সেখানে তুমি মুরলী বাজাইতে, বাজাইয়া ত্রিভুবনের নরনারীকে উন্মাদিত করিতে; নরনারী কেন, স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই তোমার বেণুধ্বনিতে উন্মত্ত হইত; কিন্তু বধুঁ, এখানে হাতী, ঘোড়া ও রথচক্রের ঘর্ঘরশব্দে কাণ ঝালা পালা হইতেছে। তাই বঁধু মিনতি করিতেছি, একবার কৃপা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পদার্পণ কর, করিয়া, এ দুঃখিনীর মনোবাসনা পূর্ণ কর। স্থূলকথা এই—বৃন্দাবনে পূর্ণ মাধুর্য্যের বিকাশ, সেখানে মাধুর্য্যেরই প্রাধান্য, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত হইয়া যেন লুক্কায়িত ভাবে আছে; আর এই কুরুক্ষেত্রে ঐশ্বর্য্যেরই প্রাধান্য; এজন্য মাধুর্য্য পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারে না; আর এজন্যই শুদ্ধমাধুর্য্যময়ী শ্রীরাধার এখানে আনন্দ হইতেছে না। **ভৃঙ্গ**—ভ্রমর। **পিক**—কেকিল। **নাদ**—শব্দ।

১২৬। শ্রীরাধিকা যে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে "আহুশ্চ তে নলিননাভ—" ইত্যাদি (১০।৮২।৪৮) শ্লোকে আছে; ইহা পূর্ব্বে মধ্যলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে।

১২৭। সেই ভাবাবেশে—পূর্ব্ববর্ত্তী ১২১-২৫ পয়ার-বর্ণিত শ্রীরাধার ভাবাবেশে। **এই শ্লোক**—"যঃ কৌমারহরঃ" ইত্যাদি শ্লোক। **শ্লোকের যে অর্থ** ইত্যাদি—মনের কোন্ ভাব ব্যক্ত করার নিমিত্ত প্রভু এই শ্লোক পড়িয়াছেন, তাহা অন্য কেহই জানিত না।

১২৮। স্বরূপ-দামোদর প্রভুর অন্তরঙ্গ বলিয়া প্রভুর মনোগত ভাব—কি ভাবের আবেশে প্রভু ঐ শ্লোক বলিয়াছেন, তাহা—জানিতেন; কিন্তু জানিলেও তিনি তাহা কাহারও নিকটে প্রকাশ করেন নাই। শ্রীরূপগোস্বামীর চিত্তে তাহা স্ফুরিত হওয়ায় তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়া এক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন; মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ" ইত্যাদি (সপ্তম)-শ্লোকই শ্রীরূপগোস্বামীর এই শ্লোকটী। যে ভাবের

স্বরূপ-সঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন।
নৃত্যমধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন ॥ ১২৯

তথাহি (ভাঃ ১০।৮২।৪৮)—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ৭

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ।—

অন্যের 'হৃদয়' মন, আমার মন 'বৃন্দাবন',
মনে বনে এক করি জানি।
তাহাঁ তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥ ১৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

আবেশে প্রভু "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং যাহা স্বরূপদামোদর ব্যতীত অপর কেহই জানিত না, শ্রীরূপের উক্ত শ্লোকে তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে।

১৪৩৭ শকে প্রভু বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন; ১৪৩৮ শকের রথযাত্রার পূর্ব্বেই তিনি নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মাঘমাসে প্রয়াগে প্রভুর সহিত শ্রীরূপগোস্বামীর মিলন হয়। প্রয়াগ হইতে শ্রীরূপ বৃন্দাবন যান, প্রভু কাশীতে আসেন। শ্রীরূপ বৃন্দাবনে গিয়া, কাশী হইতে শ্রীসনাতনের বৃন্দাবনে উপস্থিতির পূর্ব্বেই, বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া গৌড়দেশ হইয়া নীলাচলে আসেন এবং ১৪৩৮ শকের রথযাত্রা দর্শন করেন; এই রথযাত্রার সময়েই প্রভুর মুখে "যঃ কৌমারহরঃ"-ইত্যাদি শ্লোক শুনিয়া তিনি এই শ্লোকের অর্থপ্রকাশক "প্রিয় সোঽয়ং সহচরি"-ইত্যাদি শ্লোক লিখিয়াছিলেন। প্রভু শ্রীরাধার কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রতি রথযাত্রাতেই "যঃ কৌমারহরঃ"-শ্লোকটী আবৃত্তি করিতেন। এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত প্রভুর উপস্থিতিতে প্রথম রথযাত্রাকালেও (১৪৩৪ শকে) প্রভু সেই শ্লোকটীর আবৃত্তি করিয়াছিলেন; প্রসঙ্গক্রমে কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীরূপকৃত শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন।

১২৯। স্বরূপ-সঙ্গে—স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে। **যার অর্থ**—যে শ্লোকের অর্থ। **সেই শ্লোক**—নিম্নবর্ত্তী "আহুশ্চ তে" ইত্যাদি শ্লোক। কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার মনোভাব—যাহার মর্ম্ম পূর্ব্ববর্ত্তী ১২১-২৫ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা—এই শ্লোকেই পাওয়া যায়।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকের মর্ম্ম গ্রন্থকার স্বয়ং মহাপ্রভুর কথায়—নিম্নবর্ত্তী ১৩০-১৪০ ত্রিপদীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকটী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি; নিম্নবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি, কুরুক্ষেত্রমিলনে।

১৩০। হৃদয়—বক্ষঃস্থল। "যতো নির্য্যাতি বিষয়ো যস্মিংশ্চৈব প্রলীয়তে। হৃদয়ং তদ্বিজানীয়াৎ মনসঃ স্থিতিকারণম্।" ইতি শব্দসার। বাসনা যাহা হইতে উঠে এবং যাহাতে লীন হয়, তাহাকে হৃদয় বলে। ঐ হৃদয়ই মনের স্থিতিকারণ। **অন্যের হৃদয় মন**—অপরের পক্ষে, হৃদয় ও মন একই, যেহেতু মন সর্ব্বদা বাসনা নিয়াই ব্যস্ত। সেই বাসনার উৎপত্তি ও লয়ের স্থান আবার হৃদয়; সুতরাং সর্ব্বদা বাসনার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া হৃদয় হইল মনের প্রধান অবলম্বন; এজন্য হৃদয় হইতে মনকে পৃথক করিতে না পারায় হৃদয় ও মন একই হইল। **আমার মন বৃন্দাবন**—শ্রীমতী রাধিকা বলিতেছেন, অপরের পক্ষে হৃদয়ই মন; কারণ, তাহারা মনকে হৃদয় হইতে পৃথক্ করিতে পারে না; কিন্তু আমার পক্ষে বৃন্দাবনই আমার মন; কারণ, আমি বৃন্দাবন হইতে আমার মনকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। যে বৃন্দাবন আমার প্রাণবল্লভের ক্রীড়াস্থল, যে বৃন্দাবনে রসিকেন্দ্র-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ আমার সহিত কত রসকেলি করিয়াছেন, সেই বৃন্দাবনেই আমার মন একান্ত ভাবে নিবিষ্ট।

প্রাণনাথ ! শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন, তাহাঁ তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন॥ ধ্রু ॥ ১৩১

পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগ-জ্ঞানের কহিলে উপায়।
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়, জান আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে কহিতে না জুয়ায়॥ ১৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহা—সেই বৃন্দাবনে। তুমি যদি ব্রজে আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হও, তাহা হইলে বুঝিব যে, আমাদের প্রতি তোমার সম্পূর্ণ কৃপা আছে। **তোমার পদদ্বয়** ইত্যাদি—যদি তুমি (বৃন্দাবনে) যাও।

১৩১। সদন—গৃহ। **তাঁহা**—ব্রজে।

এ পর্য্যন্ত শ্লোকস্থ "তে পদারবিন্দং মনসি উদিয়াৎ সদা" অংশের অর্থ গেল। মূল শ্লোকে মনেই (মনসি) চরণদ্বয়ের উদয়ের কথা আছে; ১৩০ ত্রিপদীতে বৃন্দাবনকেই শ্রীরাধার মন বলিয়া প্রমাণিত করায়, ত্রিপদীতে বৃন্দাবনেই (বৃন্দাবনরূপ শ্রীরাধার মনে) চরণদ্বয়ের উদয়ের কথা বলা হইল। "ব্রজ আমার সদন" বাক্যে শ্লোকোক্ত "গেহং জুষাং" পদের অর্থও করা হইল।

১৩২। "পূর্ব্বে উদ্ধবের দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি এবং এক্ষণেও আমি নিজে যে উপদেশ দিতেছি, তাহার মর্ম্ম হৃদয়ে উপলব্ধি করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, আমার সহিত তোমাদের বিরহ হয় নাই; ইহা বুঝিতে পারিলেই ব্রজে আমার সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠা প্রশমিত হইবে; সুতরাং সেই উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতেই চেষ্টা কর"—শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ উক্তি আশঙ্কা করিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন—"বধুঁ, আমার প্রতি ঐরূপ উপদেশ দেওয়া তোমার পক্ষে উচিত হয় না।"

পূর্ব্বে উদ্ধবদ্বারে—তুমি যখন মথুরায় ছিলে, তখন আমাদের বিরহযন্ত্রণা দূর করিবার নিমিত্ত উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়া তাঁহাদ্বারা "ভবতীনাং বিয়োগো মে" ইত্যাদি (শ্রীভা. ১০।৪৭।২৯)-বাক্যে অনেক জ্ঞানোপদেশ দেওয়াইয়াছিলে। **এবে সাক্ষাৎ**—এক্ষণে তুমি নিজেই "অহং হি সর্ব্বভূতানাং" ইত্যাদি (শ্রীভা. ১০।৮২।৪৬)-বাক্যে জ্ঞানোপদেশ দিতেছ; **যোগজ্ঞানের** ইত্যাদি—উদ্ধবের দ্বারা যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—"সকলের উপাদান-কারণস্বরূপ আমার সহিত, অথবা সকল প্রকারে আমার সহিত তোমাদের কখনও বিচ্ছেদ হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মহী—এই পঞ্চমহাভূত যেরূপ চরাচরভূতে কারণরূপে সমন্বিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পরমকারণ স্বরূপ আমিও তোমাদিগের মনঃ, প্রাণ, ভূতেন্দ্রিয় এবং গুণের আশ্রয় অর্থাৎ সেই সেই বস্তুতে অনুগত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছি। শ্রীভা. ১০।৪৭।২৯। শ্রীশচীনন্দন গোস্বামিকৃত অনুবাদ।" (এই বাক্যে বলা হইল—গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতঃ বিয়োগ নাই)। আবার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—"হে পরমসুন্দরীগণ! আকাশ, জল, ক্ষিতি বায়ু ও জ্যোতিঃ যেরূপ ভৌতিক পদার্থের আদি, অন্ত, মধ্য ও বহিঃস্বরূপ, সেইরূপ আমিই (আমার মায়াদি নহে) সর্ব্বভূতের আদি, অন্ত, মধ্য ও বহিঃস্বরূপ হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছি। শ্রীভা. ১০।৮২।৪৬। শ্রীযতীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থকৃত অনুবাদ।" (এস্থলেও বলা হইল—গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতঃ বিয়োগ নাই)।

উক্ত দুইস্থলে যে উপদেশের কথা বলা হইল, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ; একমাত্র যোগবলেই এই তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হইতে পারে। পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, তিনি পরম কারণ এবং পরম আশ্রয় বলিয়া কোনও বস্তুর সহিতই—সুতরাং ব্রজগোপীদের সহিতও—যে তাঁহার তত্ত্বতঃ বিয়োগ হইতে পারে না, পরম-যোগিগণই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। কাজেই উক্তরূপ উপদেশ যোগজ্ঞানেরই উপদেশ—উক্ত তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধির নিমিত্ত যোগচর্চ্চারই উপদেশ।

চিত্ত কাঢ়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি নারি কাঢ়িবারে।
তারে ধ্যান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে॥ ১৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

বিদগ্ধ—রসিক; নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি বিদ্যায় নিপুণ।

"বধুঁ, স্বীকারও যদি করি যে—যোগেশ্বরগণ ধ্যানযোগে উপলব্ধি করিতে পারেন যে, পরম-কারণরূপে, পরম আশ্রয়রূপে তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছ—আমাদেরও ভিতরে বাহিরে সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছ—সুতরাং তত্ত্বতঃ তোমার সহিত কাহারও বিরহ হইতে পারে না। তথাপি বন্ধু, তোমার এইরূপ বিদ্যমানতার কথা জানিয়া আমাদের কি লাভ? তুমি সর্ব্বত্র আছ সত্য, কিন্তু তোমার এই সর্ব্বচিত্তহর-রূপেতো তুমি সর্ব্বত্র নাই বন্ধু! আছ হয়তো কারণরূপে, আছ হয়তো আশ্রয়রূপে; কিন্তু তাতে তো কোনও রূপ নাই, বিলাস নাই, সেবার অবকাশ নাই, আনন্দ-বৈচিত্রী নাই বধুঁ! তুমি নিজে রসিক, রস আস্বাদন করাইতেও লোলুপ। কিন্তু বন্ধু, যেখানে লীলা নাই, লীলা-পরিকর নাই, সেখানে তুমি কিরূপে রসবৈচিত্রী আস্বাদন করিবে? কাহাকেই বা রস আস্বাদন করাইবে? আর আমাদের হৃদয়ও তো তুমি জান বধুঁ! আমরা কি তোমার সেই বিলাস-বৈচিত্রীহীন পরম-কারণরূপ পরম-আশ্রয়রূপ তত্ত্বটীকে চাই? তাহা আমরা চাই না। আমরা চাই তোমার এই ভুবন-ভুলানো বিলাস-বৈদগ্ধীময় রূপ, আমরা চাই তোমার এই রূপের সেবা—আমরা চাই, আমাদের বলিতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তে জলাঞ্জলি দিয়াও তোমার সেবা করিয়া তোমাকে সুখী করিতে, তোমার রসনির্য্যাসাস্বাদাত্মিকা লীলায় তোমার সঙ্গিনী হইতে। বধুঁ, পরমকারণ ও পরম-আশ্রয়রূপে তুমি আমাদের সঙ্গে হয়তো থাকিতে পার; কিন্তু পরম-কারণ বা পরম-আশ্রয়রূপ তত্ত্বকে তো এইভাবে সেবা করা যায় না বধুঁ। তাই বলি বধুঁ, আমাদের প্রতি যোগজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া কি তোমার সঙ্গত হইয়াছে? যে যাহা চায় না, যাহা পাওয়ার সামর্থ্যও যাহার নাই, তাহাকে তাহা পাওয়ার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে বলা করুণার পারচায়ক নহে বধুঁ। জলপিপাসায় যার প্রাণ যায়, তাকে কূপ খননের যায়গা খরিদ করিতে বলা বিড়ম্বনামাত্র।"

১৩৩। গোপীদিগকে যোগজ্ঞানোপদেশ দেওয়া যে অসঙ্গত, তাহার অন্য হেতু বলিতেছেন। যোগের প্রধান অঙ্গ হইল ধ্যান—ধ্যেয়-বস্তুতে মনের অটল সংযোগ; কিন্তু মন যাহার আয়ত্তে নাই, তাহার পক্ষে ধ্যান অসম্ভব, যোগের অনুষ্ঠানও অসম্ভব; সুতরাং তাহাকে যোগজ্ঞানের উপদেশ দেওয়াও অনর্থক। গোপীদের চিত্ত তাঁহাদের আয়ত্তের বাহিরে বলিয়া তাঁহাদের প্রতি যোগজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া সঙ্গত হয় না। **চিত্ত কাঢ়ি ইত্যাদি**—শ্রীরাধা বলিতেছেন, "বধুঁ, আমার প্রতি যোগজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া কেন উচিত হয় না, তাহার আরও এক কারণ বলি শুন। যাহাদের চিত্ত নিজ বশে থাকে, তাহারাই জ্ঞানযোগের উপযুক্ত; কারণ, তাহারা ইচ্ছামত ধ্যেয় বস্তুতে মনঃসংযোগ করিতে পারে; কিন্তু আমার চিত্ত আমার বশে নহে; আমার চিত্তকে আমি ইচ্ছানুরূপ নিয়োজিত করিতে পারি না। তার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমার চিত্ত তোমাতে এত নিবিড়ভাবেই নিবিষ্ট যে, আমার নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার নিমিত্তও তাহাকে তোমা হইতে শত চেষ্টা করিয়াও সরাইয়া আনিতে পারি না—রসবৈচিত্রীহীন তোমার পরম-কারণরূপ ও পরম-আশ্রয়রূপ তত্ত্বের চিন্তায় নিয়োজিত করা তো দূরের কথা। এইরূপ অবস্থায় আমাকে যে তুমি যোগজ্ঞানের উপদেশ দিতেছ—তোমার পরম-কারণরূপ তত্ত্বাদির ধ্যান অভ্যাস করিতে বলিতেছ, ইহা নিতান্তই হাস্যাস্পদ ব্যাপার। **কাঢ়ি**—জোর করিয়া ছুটাইয়া আনিয়া। **তারে**—যে ব্যক্তি নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়কর্ম্মেই নিজের মনকে নিয়োজিত করিতে পারে না, তাহাকে। **স্থানাস্থান না কর বিচারে**—পাত্রাপাত্র বিচার কর না। যথাশ্রুত অর্থে বুঝা গেল, শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন যে, তাঁহার চিত্তের উপর তাঁহার কোনও আধিপত্যই নাই; সুতরাং তিনি যোগ-জ্ঞানের যোগ্য পাত্র নহেন। বাস্তব অর্থ এই:—শ্রীমতী রাধিকার মন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে পরিপূর্ণ; প্রেমের সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য সম্বন্ধের কথা ভাবিতেও তাঁহার

নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদকমল,
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য-পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটী,
শুনি গোপীর বাঢ়ে আর রোষ ॥ ১৩৪

দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাহাঁ তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্রজলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
গোপীগণে লহ তার পার ॥ ১৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

কষ্ট হয়, তাই তিনি যোগজ্ঞানের কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন না; কারণ, তাহাতে পরস্পরের প্রেমের সম্বন্ধের শিথিলতার কথাই শুনিতে হয়; তাই প্রাণে আঘাত লাগে। এজন্যই শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, "হে প্রিয়, হে আমার প্রাণবল্লভ! তুমি পরম-করুণ, তুমি বিদগ্ধ-শিরোমণি; তুমি সম্যক্ রূপেই আমার হৃদয়ের ভাব অবগত আছ; তথাপি যে যোগ ও জ্ঞানের উপদেশ দিয়া আমাকে দুঃখ দিতেছ, ইহা তোমার উচিত নহে।"

১৩৪। **যোগেশ্বর**—যোগমার্গে সিদ্ধ। "বধুঁ, যাঁহারা যোগেশ্বর, তাঁহারাই তোমার চরণ চিন্তা করিয়া প্রীতি লাভ করিতে পারেন; কিন্তু আমরা তো যোগেশ্বর নহি; আমরা সাধারণ গোয়ালার মেয়ে; তোমার চরণ-চিন্তার শক্তি আমাদের নাই; তোমার চরণ-চিন্তায় আমাদের সুখের আশাও নাই; (বরং তোমার চরণ-চিন্তার সূত্রপাতেই তোমার বিরহ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া আমাদিগকে উৎকট দুঃখ দান করিয়া থাকে)।"

বাক্য-পরিপাটী—কথার সৌষ্ঠব। **কুটী-নাটী**—কুটিলতার নাট্য, কুটিলতা। হৃদয়ের ভাব সম্যক্‌রূপে জানা থাকা সত্ত্বেও যাহাতে হৃদয়ে দুঃখ হয়, তদ্রূপ বাক্য বলা হইয়াছে বলিয়া কুটিলতা প্রকাশ পাইতেছে। **বাঢ়ে আর রোষ**—আরও ক্রোধ বৃদ্ধি পায়। "হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার জন্য তোমার নিকটে আসিলাম; কিসে আমাদের জ্বালা জুড়াইবে, তাহাও তুমি জান; তথাপি তুমি এমন কথা বলিতেছ, যাতে আমাদের জ্বালা জুড়ানতো দূরের কথা, বরং জ্বালা বাড়িয়া যায়; কাজেই তোমার কথা শুনিয়া আমাদের ক্রোধেরই উদ্রেক হইতেছে।"

এস্থলে শ্লোকোক্ত "যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যং অগাধবোধৈঃ" অংশের অর্থ করা হইয়াছে।

১৩৫। শ্লোকোক্ত "সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং" অংশের অর্থ করা হইতেছে।

দেহস্মৃতি ইত্যাদি। "তুমি বলিতেছ, যাহারা সংসারকূপে পতিত, তোমার চরণ-চিন্তা দ্বারা তাহারা ঐ কূপ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে। তাই তুমি আমাদিগকে তোমার চরণ-চিন্তার উপদেশ দিতেছ। কিন্তু বন্ধু! আমরা সংসার-কূপ হইতে উদ্ধার চাই না; কারণ, আমরা সংসারকূপে পতিত হই নাই। নিজের দেহের প্রতি যাহাদের আসক্তি, দেহের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্যই যাহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাহারাই বাসনাপাশে বদ্ধ হইয়া সংসাররূপ কূপে পতিত হয়। কিন্তু আমাদের অবস্থা কি? আমাদের নিজ দেহের স্মৃতি পর্য্যন্তও নাই, দেহের সুখ-স্বচ্ছন্দতার কথা আমরা আর কিরূপে ভাবিব? সুতরাং সংসারকূপেই বা আমরা কিরূপে পতিত হইব? (এস্থলে ইহাই ধ্বনিত হইতেছে যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে এতই আত্মহারা হইয়াছেন যে, তাঁহাদের দেহস্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে, নিজেদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার কথা স্বপ্নেও তাঁদের মনে উদিত হয় না, কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই নিজ দেহাদির মার্জ্জনভূষণাদি করেন। তাঁহাদের প্রেমে কামগন্ধের ক্ষীণ ছায়ামাত্রও নাই)।

বিরহ-সমুদ্রজলে ইত্যাদি। "বন্ধু, তোমার চরণচিন্তা করিলে কূপ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় মাত্র, কিন্তু সমুদ্র হইতে ত উদ্ধার পাওয়া যায় না। আমরা কূপে পতিত হই নাই, আমরা সমুদ্রে পড়িয়াছি—তোমার বিরহরূপ সমুদ্রে পড়িয়াছি; সেই সমুদ্রে পড়িয়া আমরা হাবুডুবু খাইতেছি, তাতে আবার ভীষণ তিমিঙ্গিল আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। বন্ধু, কৃপা করিয়া এই ভীষণ সমুদ্র হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।" **তিমিঙ্গিল**—সমুদ্রে অতি বৃহৎ এক প্রকার জীব থাকে, তাহাকে তিমি বলে। এই বৃহৎ তিমিকে পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে পারে, এমন অতি ভীষণকায় এক প্রকার জীবও সমুদ্রে আছে, তাকে বলে তিমিঙ্গিল। **কাম**—শ্রীকৃষ্ণের

বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনা-পুলিন-বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজে ব্রজজন, মাতা পিতা বন্ধুগণ,
বড় চিত্র কেমনে পাশরিলা ? ॥ ১৩৬
বিদগ্ধ মৃদু সদ্‌গুণ, সুশীল স্নিগ্ধ করুণ,
তুমি, তোমার নাহি দোষাভাস।
তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন,
সে আমার দুর্দ্দৈব-বিলাস ॥ ১৩৭
না গণি আপন দুখ, দেখি ব্রজেশ্বরীমুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে।
কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি,
কেনে জীয়াও দুঃখ সহিবারে ? ॥ ১৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সঙ্গে মিলনের বাসনা। **কামতিমিঙ্গিল**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের বাসনারূপ তিমিঙ্গিল। মিলনের জন্য প্রবল অদম্য বাসনা।

১৩৬। বৃন্দাবনে যাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে উৎসুক করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরাধা বলিতেছেন, ১৩৫-৪০ পয়ারোক্তি।

যমুনা-পুলিনবন—যমুনা-পুলিনস্থিত বন; যমুনার তীরবর্ত্তী বন। **সেই কুঞ্জে**—যমুনা-তীরবর্ত্তী বনমধ্যস্থ কুঞ্জে। **বড় চিত্র**—বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। **পাশরিলা**—ভুলিয়া গেলে।

"বধুঁ! সেই বৃন্দাবনের কথা, সেই গোবর্দ্ধনের কথা, সেই যমুনার কথা, সেই যমুনাপুলিনের কথা, যমুনাপুলিনস্থ বনের কথা, রাসাদিলীলার কথা কিরূপে তুমি ভুলিয়া গেলে? সেই ব্রজবাসীদিগকে তুমি কিরূপে ভুলিলে? তোমার পিতা-মাতাকে, সুবলাদি তোমার সখাগণকেই বা কিরূপে ভুলিয়া গেলে? বধুঁ! তোমার এই অদ্ভুত বিস্মৃতি বড়ই আশ্চর্য্য!"

পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিয়া বৃন্দাবনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মনকে আকৃষ্ট করার কৌশলময় এই বাক্য।

১৩৭। উক্ত বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে—সুতরাং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মনে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে মনে করিয়া শ্রীরাধা আবার বলিতেছেন—"বিদগ্ধ" ইত্যাদি।

বিদগ্ধ—রসিক। বধুঁ, তুমি রসিক; সুতরাং বৃন্দাবনস্থ রাসাদিলীলার কথা তুমি ভুল নাই, ভুলিতে পারিবেও না। **মৃদু**—কোমল-স্বভাব। তুমি অত্যন্ত কোমল-স্বভাব। সুতরাং পিতামাতাদিগকে ভুলিয়া যাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নহে। **সদ্‌গুণ** ইত্যাদি—তুমি সদ্‌গুণশালী, সুশীল (সচ্চরিত্র), স্নিগ্ধ (স্নেহময়) এবং করুণ; সুতরাং তোমার ব্রজের বন্ধুবান্ধবগণকে ভুলিয়া যাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নহে।

দোষাভাস—দোষের আভাস। যাহা বাস্তবিক দোষ নহে, অথচ আপাতঃদৃষ্টিতে দোষ বলিয়া মনে হয়, তাকে বলে দোষাভাস; অথবা দোষের ছায়াকে দোষাভাস বলা যায়। **তোমায় নাহি দোষাভাস**—শ্রীকৃষ্ণ, তোমাতে কোনও দোষত নাইই, দোষের আভাসও নাই—দোষের ছায়া পর্য্যন্তও নাই।

দুর্দ্দৈববিলাস—দুর্ভাগ্যের খেলা। তুমি মৃদু—কঠোর নহ; তুমি করুণ—নিষ্ঠুর নহ। তোমাতে কোনও দোষের আভাসও নাই; সুতরাং তুমি যে ইচ্ছা করিয়া—কিংবা অন্য কোনও প্রলোভনের বস্তু পাইয়া—তোমার ব্রজজনকে ভুলিয়া যাইবে, ইহা মনে করিতে পারি না। তবে তোমার ব্রজজনকে যে তুমি স্মরণ করিতেছ না, ইহাও মিথ্যা নহে; যদি স্মরণ করিতে, তাহা হইলে এত দীর্ঘকাল তুমি তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতে না। বধুঁ, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃই তুমি তোমার ব্রজজনকে ভুলিয়া রহিয়াছ—তোমার কোনও দোষবশতঃ নহে।

১৩৮। **না গণি** ইত্যাদি—তোমার অদর্শনে আমাদের যে দুঃখ হইয়াছে, তার কথাও তত ভাবিনা। কিন্তু ব্রজেশ্বরীর দুঃখ দেখিলে, তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

কিবা মার ইত্যাদি—হয় ব্রজবাসীকে প্রাণে মারিয়া ফেল, আর না হয় ব্রজে আসিয়া তোমার চাঁদমুখ

তোমার যে অন্য-বেশ, অন্য-সঙ্গ অন্য-দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায় ? ॥ ১৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেখাইয়া তাঁহাদিগকে বাঁচাও। কিন্তু তোমার দর্শন না দিয়া কেবলমাত্র তোমার বিরহদুঃখ ভোগ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতেছ কেন ?

১৩৯। **অন্য বেশ**—ব্রজের ধড়া, চূড়া, মোহনবাঁশী, বনমালা প্রভৃতি ব্যতীত অন্য পোষাক; রাজবেশ। **অন্যসঙ্গ**—ব্রজজনের সঙ্গ ব্যতীত অন্য লোকের সঙ্গ। **অন্য দেশ**—ব্রজব্যতীত তোমার অন্য দেশে বাস। **কভু নাহি ভায়**—কখনও ভাল লাগেনা। ধড়া, চূড়া, মোহনবাঁশী, বেত্র, বনমালায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্য যত বিকশিত হয়, তত অন্য কিছুতেই নহে; এজন্য শুদ্ধমাধুর্য্যপূর্ণ-ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের অন্য বেশভূষা পছন্দ করেন না। ব্রজবাসী মাত্রই শ্রীকৃষ্ণের মরম জানেন; এজন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মন বুঝিয়া তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে সুখী করিতে পারেন, অপর কেহ তদ্রূপ পারে না বলিয়াই তাঁহাদের বিশ্বাস; তাই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অপর কাহারও সঙ্গ তাঁহারা পছন্দ করেন না। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আপন জনের মধ্যে যেমন সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন, অন্য কোনও স্থানে তেমন স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন না; কারণ অন্য কোনও স্থানে তাঁহার মরম জানে এমন কেহ নাই, এজন্য তাঁহার অন্য দেশে বাস করা ব্রজবাসীদের নিকটে ভাল লাগে না।

ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে—ব্রজভূমি ছাড়িয়া তোমার নিকট যাইতে পারে না। কেন ব্রজভূমি ছাড়িতে পারে না ? প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াস্থল ব্রজভূমির প্রতি ব্রজবাসীদিগের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তাই ব্রজভূমি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে তাহাদের বড়ই কষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে তাঁহার ক্রীড়াস্থলাদি দর্শন করিয়াই তাঁহারা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—তিনি শীঘ্রই ব্রজে ফিরিয়া আসিবেন। সত্যবাক্য শ্রীকৃষ্ণের কথায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়াই তাঁহারা ব্রজে ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণের অন্যদেশে বাস, অন্যসঙ্গ, অন্যবেশ, এসব কিছুই ব্রজবাসীদের ভাল লাগে না; এবং এসব যে শ্রীকৃষ্ণও ভালবাসেন না, এবং কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধেই যে শ্রীকৃষ্ণ নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও এসব ব্যবহার করিতেছেন, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। এমতাবস্থায় তাঁহারা যদি ব্রজ ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটেও যান, তথাপি তাঁহার অন্যবেশ, অন্যসঙ্গ ছাড়াইতে পারিবেন না, তাঁদের ইচ্ছানুরূপ সেবা বা লালনপালন বা প্রীতি-ব্যবহার দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিতেও পারিবেন না; তাতে তাঁদের দুঃখ বাড়িবেই, তাঁদের দর্শনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের দুঃখও অনেক বাড়াইয়া দিবে—একথা ভাবিয়াও ব্রজবাসিগণ তাঁহার নিকটে যাওয়ার সঙ্কল্প করিতে পারেন না। তৃতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নন্দমহারাজ মথুরায় গিয়াছিলেন; কংস-বধের পরে রামকৃষ্ণ যখন তাঁহার নিকটে আসিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে জানাইলেন যে, মথুরাবাসী সকলে তাঁহাদিগকে বসুদেবের পুত্র বলিয়া মনে করেন, নন্দমহারাজকে তাঁহাদের পালক-পিতামাত্র মনে করেন; মথুরাবাসী কেহই, এমন কি নন্দমহারাজের পরম সুহৃদ্ বসুদেব পর্য্যন্তও নন্দমহারাজকে প্রীতির চক্ষে দেখেন না, তাঁহাদের কেহই তখন পর্য্যন্ত নন্দমহারাজের সঙ্গে দেখা করিতেও আসেন নাই, তাঁহাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণাদি ত করেনই নাই। এ সমস্ত উল্লেখ করিয়া রামকৃষ্ণ উভয়েই নন্দমহারাজকে সত্বর ব্রজে ফিরিয়া যাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন ("এবং সান্ত্বয্য ভগবান্ নন্দং সব্রজমচ্যুতঃ"—ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৪৫।২৪-শ্লোকের চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা দ্রষ্টব্য)। নন্দমহারাজও মনে করিলেন, "বসুদেব কৃষ্ণকে আত্মজ মনে করিয়া সুখী হইতেছেন, তাই তাহাকে রাখিতে চাহেন; আমি এখানে থাকিলে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখের ব্যাঘাত হইবে আশঙ্কা করিয়া আমার প্রতি হয়ত এমন ব্যবহার করিতে পারেন, যাতে প্রাণ-গোপালের অনিষ্ট বা দুঃখ হইতে পারে; সুতরাং গোপালের অদর্শনে আমার প্রাণান্তক কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও তাহার অনুরোধ মত—তাহার

তুমি ব্রজের জীবন, তুমি ব্রজের প্রাণধন,
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ্।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাহ নিজ-পদ ॥ ১৪০

পুনর্যথারাগঃ।—

শুনিঞা রাধিকাবাণী, ব্রজপ্রেম মনে আনি,
ভাবে ব্যাকুলিত হৈল মন।
ব্রজলোকের প্রেম শুনি, আপনাকে ঋণী মানি,
করেন কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন—॥ ১৪১

প্রাণপ্রিয়ে! শুন মোর এ সত্যবচন!
তোমাসভার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রি-দিনে,
মোর দুঃখ না জানে কোনজন ॥ ধ্রু ১৪২

ব্রজবাসী যত জন, মাতা পিতা সখাগণ,
সভে হয় মোর প্রাণসম।
তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন ॥ ১৪৩

তোমাসভার প্রেমরসে, আমাকে করিলা বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমাসভা ছাড়াইয়া, আমা দূরদেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল ॥ ১৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দুঃখের ও অনিষ্টের সম্ভাবনা পরিহার করার নিমিত্ত—আমার পক্ষে ব্রজে ফিরিয়া যাওয়াই সঙ্গত।" এইরূপ বিচার করিয়া নন্দমহারাজ মথুরা হইতে ব্রজে ফিরিয়া আসিলেন; এবং এইরূপ বিবেচনা বশতঃই তাহার পরেও নন্দমহারাজ বা অন্য কোনও ব্রজবাসী ব্রজ ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইতে চেষ্টা করেন নাই।

১৪০। ব্রজে যাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কাতর প্রার্থনা জানাইয়া শ্রীরাধিকা স্বীয় বাক্যের উপসংহার করিতেছেন।

১৪১। শ্রীরাধিকার কথা শুনিয়া ব্রজপ্রেমের কথা শ্রীকৃষ্ণের মনে পড়িল; তাহাতে ব্রজের ভাবে তাঁহার চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। তাঁহার প্রতি ব্রজবাসীদিগের প্রেমের কথা শ্রীরাধার মুখে শুনিয়া, ব্রজবাসীদিগের নিকটে তিনি যে কত ঋণী, তাহা তিনি উপলব্ধি করিলেন। তারপর, তাঁহার বিরহে তাঁহাতে প্রেমবতী শ্রীরাধার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিতে আরম্ভ করিলেন।

১৪২। পূর্ব্ববর্ত্তী ১২৬-৩৭ ত্রিপদীতে শ্রীরাধা বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ ও ব্রজবাসীদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহার উত্তরেই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"প্রিয়তমে! রাধে! আমার কথা বিশ্বাস কর; আমি সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাদিগকে ভুলি নাই, ভুলিতে পারিবও না। তোমাদের কথা সর্ব্বদাই আমার মনে জাগে; দিবারাত্রই আমি তোমাদের কথা চিন্তা করি; তোমাদের বিরহে আমি যে কি দুঃখ ভোগ করিতেছি, তাহা অন্যে বুঝিতে পারে না।"

ঝুরোঁ—ঝুরি; চিন্তা করিতে করিতে ম্রিয়মাণ হইয়া যাই।

১৪৩। ব্রজবাসিগণকে শ্রীকৃষ্ণ কেন ভুলিতে পারেন না, তাহার হেতু বলিতেছেন। "আমার মাতা, পিতা, সখা প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ আমার প্রাণের তুল্য প্রিয়; এই ব্রজবাসীদের মধ্যে আবার আমার প্রেয়সী গোপীগণই যেন আমার সাক্ষাৎ প্রাণ; প্রাণ হইতে দূরে সরিয়া থাকিয়া কেহ যেমন বাঁচিতে পারে না, তদ্রূপ, আমার প্রেয়সীগোপী-গণের স্মৃতি হারাইয়াও আমি বাঁচিতে পারি না। আর এই গোপীদের মধ্যে আবার তুমি আমার প্রাণেরও প্রাণতুল্যা, তোমার স্মৃতি ত্যাগ করিলে আমার প্রাণই বাঁচিবে না, তুমি আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা। আমি যে জীবিত আছি, তাহাতেই বুঝিতে পার, আমি তোমাদিগকে ভুলিতে পারি নাই; ভুলিলে আর জীবিত থাকিতাম না; তোমাদের স্মৃতিই আমার জীবনী শক্তি।"

১৪৪। "তোমাদের প্রেমরসের আস্বাদনে, তোমাদের প্রেমের প্রভাবে, আমি তোমাদের বশীভূত হইয়া আছি। আমি কেবল তোমারই (বা তোমাদেরই) প্রেমের অধীন, অন্য কেহই আমাকে এরূপ অধীন করিতে পারে

প্রিয়া প্রিয়সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়াসঙ্গ-বিনা,
নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ।
মোর দশা শুনে যবে, তার এই দশা হবে,
এই ভয়ে দোঁহে রাখে প্রাণ ॥ ১৪৫
সে-ই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সে-ই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়হিতে।
না গণে আপন দুখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে ॥ ১৪৬
রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তাঁর শক্ত্যে আসি নিতিনিতি।
তোমাসনে ক্রীড়া করি, নিতি যাই যদুপুরী,
তাহা তুমি মান 'আমা-স্ফূর্ত্তি' ॥ ১৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাই। এইরূপ ভাবে তোমাদের প্রেমের বশীভূত হইয়াও যে আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দূরদেশে অবস্থান করিতেছি, প্রেয়সী! তাহা আমার ইচ্ছাকৃত নহে; আমি ইচ্ছা করিয়া তোমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া আসি নাই, আসার ইচ্ছাও আমার ছিল না, এখনও তোমাদের নিকট হইতে দূরে থাকার ইচ্ছা আমার নাই; তথাপি যে আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছি এবং আমাকে এখনও যে তোমাদের নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইতেছে; তাহা আমার দুর্দ্দৈব ব্যতীত আর কিছুই নহে; প্রবল দুর্দ্দৈবেই জোর করিয়া আমাকে দূরদেশে আনিয়াছে।"

১৪৫। প্রেমিক ও প্রেমিকা পরস্পরের বিরহে যে জীবিত থাকিতে পারে না, ইহা সত্য কথা; তথাপি যে তাহারা পরস্পরের বিরহেও জীবিত থাকে, তাহার কারণ এই। নায়ক মনে করেন—"আমি যদি প্রাণত্যাগ করি, তবে আমার মৃত্যুর কথা শুনিয়া মদ্গতপ্রাণা আমার প্রেয়সী নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন; আমি মরি, তাতে দুঃখ নাই; কিন্তু তজ্জন্য আমার প্রেয়সীর মৃত্যু হইলে, মরণেও আমার জ্বালা জুড়াইবে না।" ইহা ভাবিয়া নায়ক প্রাণত্যাগ করে না। নায়কের সম্বন্ধে ঐরূপ চিন্তাবশতঃ নায়িকাও প্রাণত্যাগ করে না।

উক্ত বাক্যের ধ্বনি এইরূপ :—প্রিয়তমে! তোমাদের বিরহ-যন্ত্রণায় আমার প্রাণত্যাগ করিতেই ইচ্ছা হয়; কিন্তু আমার প্রাণত্যাগ হইলে তাহা শুনিয়া তোমরাও প্রাণত্যাগ করিবে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই অতি কষ্টে আমি প্রাণ ধারণ করিয়া আছি।

১৪৬। সেই সতী ইত্যাদি—প্রিয় ছাড়িয়া গেলেও যে প্রেয়সী প্রিয়ের মঙ্গল-কামনাই করেন, সে-ই প্রেমবতী সতী; আর প্রিয়া ছাড়িয়া গেলেও যে প্রিয় নায়ক সেই প্রিয়ার মঙ্গলকামনাই করে, সেই নায়কই প্রকৃত প্রেমবান্।

না গণে ইত্যাদি—এই ভাবে যাঁহারা নিজের দুঃখের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সর্ব্বদা প্রিয়ের সুখেরই কামনা করেন, পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের প্রেমের প্রভাবে সেই নায়ক-নায়িকার বিরহ-যন্ত্রণা অবিলম্বেই তিরোহিত হয়, শীঘ্রই তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারেন। **অচিরাতে**—শীঘ্র; অবিলম্বে।

উক্ত বাক্যের ধ্বনি এই :—"রাধে! আমাদের পরস্পরের প্রেমের আকর্ষণেই আমরা অবিলম্বে মিলিত হইব।"

১৪৭। রাখিতে তোমার জীবন ইত্যাদি—আমার বিরহ-জনিত দুঃখে পাছে তোমার প্রাণবিয়োগ ঘটে, এই আশঙ্কা করিয়া, আমি নারায়ণের সেবা করি; এবং তাঁহার নিকট তোমর জীবন ভিক্ষা করি। নারায়ণের কৃপাশক্তিতে আমি নিত্যই আসিয়া তোমার সঙ্গে মিলিত হই।

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের স্বসুখ-বাসনাহীনতা এবং ভক্তচিত্ত-বিনোদন-পরায়ণতা সূচিত হইতেছে। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥—ইতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্॥ পদ্মপুরাণ॥"

নরলীলার আবেশবশতঃই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এস্থলে নারায়ণের সেবার কথা বলিতেছেন এবং নারায়ণের শক্তিতেই মথুরা হইতে নিত্যই বৃন্দাবনে আসার কথা বলিতেছেন। **নিতি নিতি**—নিত্য নিত্য; প্রত্যহ।

মোর ভাগ্যে মো-বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
সেই প্রেম পরম প্রবল।
লুকাইয়া আমা আনে, সঙ্গ-করায় তোমা সনে,
প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥ ১৪৮

যাদবের প্রতিপক্ষ, দুষ্ট যত কংসপক্ষ,
তাহা আমি কৈল সব ক্ষয়।
আছে দুইচারিজন, তাহা মারি বৃন্দাবন,
আইলাঙ্ জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৪৯

সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজনে রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা।
যে বা স্ত্রী পুত্র ধন, করি বাহ্য-আবরণ,
যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া ॥ ১৫০

তোমার যে প্রেমগুণে, করে আমা আকর্ষণে,
আনিবে আমা দিন দশ-বিশে।
পুন আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ-তোমা-সনে,
বিলসিব রাত্রিদিবসে ॥ ১৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তোমা সনে ইত্যাদি—নারায়ণের শক্তিতে প্রত্যহ ব্রজে আসিয়া আমি তোমার সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া থাকি এবং ক্রীড়ান্তে প্রত্যহই আবার যদুপুরীতে গমন করিয়া থাকি। আমি যে নিত্যই তোমার সঙ্গে মিলিত হই, তাহা তুমিও বুঝিতে পার; কিন্তু আমিই যে স্বয়ং আসিয়া তোমার সঙ্গে মিলিত হই, ইহা তুমি মনে কর না; তুমি মনে কর, তোমার সাক্ষাতে আমার যেন স্ফূর্ত্তি হইয়াছে—যেন আলেয়ার মত—যেন স্বপ্নে বা জাগ্রতস্বপ্নেই তুমি আমাকে দেখিতেছ।

১৪৮। **মোর ভাগ্যে**—আমার সৌভাগ্যবশতঃ। **মো-বিষয়ে**—আমার বিষয়ে; আমার প্রতি।

লুকাইয়া ইত্যাদি—আমার প্রতি তোমার যে প্রেম, তাহার আকর্ষণেই অন্যের অলক্ষিতে আমি নিত্য তোমার নিকটে আসি, তোমার সঙ্গ করি। **প্রকটেহ**—প্রকাশ্য ভাবেও; সকলে দেখিতে পায়, এরূপভাবেও।

পূর্ব্ব ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে—নারায়ণের শক্তিতেই শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যহ ব্রজে আসেন; এই ত্রিপদীতে বলা হইল—শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাবেই তিনি আসিতে পারেন। ইহার সমাধান বোধ হয় এইরূপ:—শ্রীরাধার প্রেমের কৃষ্ণাকর্ষী প্রভাববশতঃই নারায়ণের শক্তি কার্য্যকরী হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে আনিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসেন; নারায়ণের পূজা বা নারায়ণের শক্তি উপলক্ষ্যমাত্র, নর-লীলাসিদ্ধির উপকরণমাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের "দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ১০।৮২।৪৪॥"-এই বাক্যই তাহার প্রমাণ।

১৪৯। শ্রীরাধার বিরহদুঃখ দূর করার নিমিত্ত তিনি যদি এতই উদ্গ্রীব, তবে তিনি প্রকাশ্যে ব্রজে যাইতেছেন না কেন এবং কতদিন পরেই বা যাইবেন, তাহা বলিতেছেন।

প্রতিপক্ষ—বিপক্ষ; শত্রুপক্ষ। **ক্ষয়**—ধ্বংস। **মারি**—মারিয়া; বিনাশ করিয়া। **আইলাঙ**—আসিলাম অর্থাৎ অতি শীঘ্রই বৃন্দাবনে যাইব।

১৫০। **সেই শত্রুগণ**—কংসপক্ষীয় শত্রুগণ। **রাখিতে**—রক্ষা করিতে। **উদাসীন**—অনাসক্ত।

যে বা স্ত্রী ইত্যাদি—এখানে আমার যে স্ত্রী-পুত্রাদি আছে, তাহাদিগের প্রতি আমার কোনওরূপ আসক্তি নাই; কেবল মাত্র যদুগণের সন্তোষ-বিধানের জন্যই তাহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছি; সহজেই আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব।

১৫১। **প্রেমগুণে**—প্রেমরূপ গুণ (বা রজ্জু)।

এখানে আমার স্ত্রীপুত্রাদি থাকিলেও তোমার প্রেমের আকর্ষণের তুলনায় তাহাদের আকর্ষণ অতি তুচ্ছ।

দিন দশবিশে—দশবিশ দিনের মধ্যে; অতি অল্পকালের মধ্যে। **বিলসিব রাত্রিদিবসে**—সর্ব্বদা বিলাস করিব। (এস্থলে দাম্পত্যময় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগেরই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। দাম্পত্যব্যতীত নিরন্তর বিলাস সম্ভব হয় না)।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এস্থলে একটী প্রশ্ন মনে জাগিতেছে। ১৩১-৪০ ত্রীপদী হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদিগের, বিশেষতঃ শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীদিগের, প্রীতি অত্যন্ত গাঢ়। মথুরায় যাওয়ার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই ব্রজে ফিরিয়া আসিবেন; তাঁহার এই বাক্যে দৃঢ়-প্রতীতি স্থাপন করিয়া ব্রজবাসিগণ আশাবদ্ধ-হৃদয়ে কাল যাপন করিয়াছেন। মথুরায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য বলবতী উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও তাঁহারা যাইতে পারেন নাই (২।১৩।১৩৯)। কুরুক্ষেত্রে যাইয়া তাঁহার দর্শন-লাভের সুযোগ উপস্থিত হওয়ামাত্রেই তাঁহারা সেই স্থানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রগাঢ়-কৃষ্ণপ্রীতি যে কপটতাহীন, তাহাও সহজেই বুঝা যায়।

আবার, ১৪১-৫১ ত্রিপদী হইতে জানা যায়, ব্রজবাসীদের প্রতি, বিশেষতঃ শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীদের প্রতি, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিও অত্যন্ত গাঢ়। তিনি নিজেই বলিতেছেন—"তোমা সভার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রিদিনে, মোর দুঃখ না জানে কোন জন॥২।১৩।১৪২॥" এইরূপ অবস্থাসত্ত্বেও তিনি একবারও ব্রজে আসিতেছেন না কেন? আসিয়া "শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি"—এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যই বা পালন করিতেছেন না কেন? শ্রীবলদেবও একবার ব্রজে আসিয়া দুই মাস ছিলেন (শ্রী, ভা, ১০।৬৫ অধ্যায়); শ্রীকৃষ্ণ কেন একবারও আসিলেন না? অবশ্য দন্তবক্র-বধের পরে তিনি ব্রজে আসিয়াছিলেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বে অল্পসময়ের জন্যও কেন একবার আসিলেন না? অবশ্য ইহার হেতুরূপে ১৪৯ ত্রিপদীতে তিনি বলিয়াছেন—যাদব-শত্রুদিগকে সম্যক্‌রূপে বিনাশ করার জন্যই তিনি অপেক্ষা করিতেছেন। ইহাদ্বারা কি ব্রজবাসীদের অপেক্ষা যাদবদিগের প্রতিই তাঁহার প্রীতির আধিক্য সূচিত হইতেছেনা? যাদবদিগের প্রতিই যদি তাঁহার প্রীতির আধিক্য হয়, তাহাহইলে ১৪১-৫১ ত্রিপদীতে তাঁহার যে উক্তি দৃষ্ট হয়, তাহা কি কপটতাময় নহে?

উত্তর এইরূপ বলিয়া মনে হয়। সত্যস্বরূপ সত্যবাক্য সত্যসঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণের বাক্য কখনও মিথ্যা বা কপটতাময় হইতে পারেনা। ১৪১-৫১ ত্রিপদীতে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার অকপট চিত্তেরই সত্যভাষণ। ব্রজবাসীদের প্রতি তাঁহার প্রবল আকর্ষণ—যাদবদিগের প্রতি যে আকর্ষণ, তদপেক্ষাও বহু বহু গুণে অধিক আকর্ষণ—থাকা সত্ত্বেও যে তিনি দন্তবক্র-বধের পূর্ব্বে একবারও ব্রজে আসেন নাই, লীলাশক্তি যোগমায়ার খেলাই তাহার হেতু। কিন্তু রসপুষ্টি-বিধানই তো লীলাশক্তি যোগমায়ার কার্য্য; শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে আসিতে না দিয়া, শ্রীকৃষ্ণের এবং ব্রজসুন্দরীগণের মিলনে বাধা জন্মাইয়া বিরহ-তাপে তাঁহাদের চিত্তকে জর্জ্জরিত করাইয়া যোগমায়া কোন্ রসের পুষ্টিবিধান করিলেন? উত্তরে বলা যায়—সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগরসের পুষ্টিবিধান করিয়াছেন। বিপ্রলম্ভ বা বিরহ ব্যতীত মিলন-রসের পুষ্টি সাধিত হয়না; সেই বিরহ যত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, যত তীব্র হয়, তদনন্তর মিলনও তত সুখদায়ক হয়। বিরহের দীর্ঘতা এবং বিরহ-দুঃখের তীব্রতা সম্পাদনের জন্যই যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণকে দীর্ঘকাল ব্রজের বাহিরে রাখিয়া মহাপ্রবাসরূপ বিপ্রলম্ভের সূচনা করিয়াছেন; দন্তবক্র-বধের পরে এই মহাপ্রবাসের অবসান ঘটাইয়া ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসীদিগের এবং ব্রজসুন্দরীদিগের মিলন ঘটাইয়াছেন—ব্রজসুন্দরীদিগের পরকীয়াত্বের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের দাম্পত্য সংঘটিত করাইয়া অপূর্ব্ব সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের পুষ্টিবিধান করিয়াছেন (ভূমিকায় "অপ্রকট-লীলায় কান্তাভাবের স্বরূপ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের পুষ্টিবিধানই হইতেছে যোগমায়াকৃত মহাপ্রবাসরূপ বিপ্রলম্ভের মুখ্য উদ্দেশ্য। আনুষঙ্গিক ভাবে দ্বারকা-মথুরার প্রেমপরিকরদের মধ্যে মুখ্যতম পরম-অভিজ্ঞ উদ্ধব-মহাশয়কে ব্রজসুন্দরীদিগের অসমোর্দ্ধ প্রেম-মহিমা প্রদর্শন, দ্বারকা-মথুরা-লীলা প্রকটন, পৃথিবীর ভারভূত কংস-জরাসন্ধাদি অসুরগণের বিনাশ-সাধনাদি অনেক লীলাও যোগমায়া সাধিত করাইয়াছেন। ("এবং সান্ত্ব্য ভগবান্ নন্দং সব্রজমচ্যুতঃ"-ইত্যাদি শ্রী, ভা, ১০।৪৫।২৪-শ্লোকের চক্রবর্ত্তিপাদকৃত টীকা দ্রষ্টব্য)।

এত তারে কহি কৃষ্ণ,　　ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ,
এক শ্লোক পঢ়ি শুনাইল ।
সেই শ্লোক শুনি রাধা,　　খণ্ডিল সকল বাধা,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রতীত হইল ॥ ১৫২

তথাহি (ভাঃ ১০।৮২।৪৪)—
ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ৮

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে।
রাত্রিদিনে ঘরে বসি করে আস্বাদনে ॥ ১৫৩

নৃত্যকালে এইভাবে আবিষ্ট হইয়া।
শ্লোক পঢ়ি নাচে জগন্নাথ-বদন চাঞা ॥ ১৫৪
স্বরূপগোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায়-বাক্য-মন ॥ ১৫৫
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট করিয়া করে গান-আস্বাদন ॥ ১৫৬
ভাবাবেশে প্রভু কভু ভূমিতে বসিয়া।
তর্জ্জনীতে ভূমি লেখে অধোমুখ হৈয়া ॥ ১৫৭
অঙ্গুলীতে ক্ষত হবে—জানি দামোদর।
ভয়ে নিজকরে নিবারয়ে প্রভুকর ॥ ১৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫২। **সতৃষ্ণ**—উৎকণ্ঠিত ; ব্যগ্র।

এক শ্লোক—নিম্নোদ্ধৃত "ময়ি ভক্তির্হি"-শ্লোক। **বাধা**—সন্দেহ ; শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমনসম্বন্ধে সন্দেহ। **কৃষ্ণপ্রাপ্তি** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজে আসিবেন, তদ্বিষয়ে শ্রীরাধার বিশ্বাস জন্মিল।

শ্লো। ৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৫৩। **এই সব অর্থ**—১৩০-৫২ ত্রিপদীর অনুরূপ অর্থ। প্রভু ঘরে বসিয়া স্বরূপদামোদরের সঙ্গে এসকল অর্থের আস্বাদ করিতেন।

১৫৪। **নৃত্যকালে**—রথের সম্মুখে নৃত্যসময়ে। **এইভাবে**—১৩০-৫২ ত্রিপদীতে কথিতভাবে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত কুরুক্ষেত্রে মিলন হইলে পর শ্রীরাধার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেই ভাবে। **শ্লোক পঢ়ি**—"যঃ কৌমারহরঃ" ইত্যাদি শ্লোক পড়িয়া।

১৫৫। **প্রভুতে আবিষ্ট** ইত্যাদি—স্বরূপ-দামোদরের দেহ, বাক্য ও মন সমস্তই প্রভুতে আবিষ্ট ; প্রভুতে তাঁহার মন আবিষ্ট বলিয়া প্রভুর মনের ভাব তিনি জানিতে পারেন, জানিয়া তদনুরূপ গান করেন বা কথা বলেন (ইহাতে বাক্যের আবেশ বুঝাইতেছে) এবং তদনুরূপভাবে অঙ্গাদি চালনা করেন (ইহাতে দেহের আবেশ বুঝাইতেছে)।

১৫৬। **স্বরূপ**-দামোদরের ইন্দ্রিয়ে (চক্ষুকর্ণাদিতে) নিজ ইন্দ্রিয়গণকে আবিষ্ট করিয়া মহাপ্রভু স্বরূপ-দামোদরের গান আস্বাদন করেন।

মহাপ্রভুর সঙ্গে স্বরূপ-দামোদরের অভিন্নহৃদয়তা আছে বলিয়াই পরস্পরের মনের সহিত তাঁহাদের আবেশ সম্ভব হয় ; অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও মনের অনুগত ; তাই অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের আবেশও সম্ভব হইয়া থাকে।

১৫৭। **ভাবাবেশে**—শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া। **ভূমিতে**—মাটিতে। **তর্জ্জনী**—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নিকটবর্ত্তী অঙ্গুলি। **অধোমুখ হৈয়া**—নীচের দিকে মুখ রাখিয়া।

চিন্তাবিশেষের উদয়ে অঙ্গুলিদ্বারা মাটীতে আঁক দেওয়া স্বাভাবিক রীতি।

১৫৮। **ভয়ে**—প্রভুর অঙ্গুলিতে ক্ষত হইবে এই ভয়ে। **নিজ করে**—স্বরূপ-দামোদর নিজ হাতে। **প্রভুকর**—প্রভুর হাত।

প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান।
যবে যেই রস তাহা করে মূর্ত্তিমান্॥ ১৫৯
শ্রীজগন্নাথের দেখি শ্রীমুখকমল।
তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগল॥ ১৬০
সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল।
মাল্য বস্ত্র অলঙ্কার দিব্য পরিমল॥ ১৬১
প্রভুর হৃদয়ে আনন্দসিন্ধু উথলিল।
উন্মাদ-ঝঞ্ঝাবায়ু তৎক্ষণে উঠিল॥ ১৬২
আনন্দ-উন্মাদে উঠে ভাবের তরঙ্গ।
নানাভাব-সৈন্যে উপজিল যুদ্ধরঙ্গ॥ ১৬৩
ভাবোদয় ভাবশান্তি সন্ধি শাবল্য।
সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী—সভার প্রাবল্য॥ ১৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

১৫৯। প্রভুর মনে যখন যে ভাবের উদয় হয়, স্বরূপ-দামোদরও সেই ভাবের অনুরূপ গানই গাইয়া থাকেন। স্বরূপের গান করার শক্তিও এতই সুন্দর যে, তাঁহার গানে তিনি যেন প্রভুর মনোগত ভাবের অনুকূল রসটীকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তোলেন।

১৬১। **পরিমল**—সুগন্ধ।

১৬২-৬২। **উন্মাদঝঞ্ঝাবায়ু**—উন্মাদরূপ ঝঞ্ঝাবায়ু (বা তুফান)। **আনন্দ-উন্মাদ**—আনন্দ-জনিত উন্মত্ততা। **নানাভাব-সৈন্য**—সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী আদি নানাবিধ ভাবরূপ সৈন্য। **উপজিল**—জন্মিল; উঠিল। **যুদ্ধরঙ্গ**—যুদ্ধরূপ কৌতুক।

শ্রীজগন্নাথের অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর হৃদয়ে আনন্দসমুদ্র উথলিয়া উঠিল। ঝঞ্ঝাবাত (ঝড় বা তুফান) উপস্থিত হইলে সমুদ্রে যেমন উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে, তরঙ্গের উপর তরঙ্গের আঘাতে যেন একটা যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তদ্রূপ আনন্দাধিক্যজনিত উন্মত্ততায় প্রভুর চিত্তের আনন্দও নানাবিধ বৈচিত্রী ধারণ করিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ সাত্ত্বিক এবং সঞ্চারী ভাবও প্রভুর দেহে উদিত হইয়া পরস্পরকে সম্মর্দ্দিত করিতে লাগিল।

পরবর্ত্তী পয়ারের টীকার শেষভাগে বন্ধনীর অন্তর্ভুর্ত অংশে "ভাবের তরঙ্গ" ও "নানাভাব-সৈন্য" শব্দদ্বয়ের সার্থকতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৬৪। ভাবসমূহের মধ্যে কিরূপ যুদ্ধ চলিতেছে, তাহা বলিতেছেন।

ভাবোদয়—সাত্ত্বিকাদি ভাবের উদয়। **ভাবশান্তি**—অত্যধিকরূপে প্রকটিত ভাবের বিলয়কে ভাবশান্তি বলে। "অত্যারূঢ়স্য ভাবস্য বিলয়ঃ শান্তিরুচ্যতে। ভ. র. সি. দক্ষিণ।৪।১১৫॥" **সন্ধি শাবল্য**—২।২।৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সঞ্চারী—সঞ্চারিভাব; বিশেষ বিবরণ ২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **সাত্ত্বিক**—সাত্ত্বিক ভাব; বিশেষ বিবরণ ২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য। **স্থায়ী**—স্থায়িভাব। হাস্য প্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধ প্রভৃতি বিরুদ্ধভাব-সকলকে বশীভূত করিয়া যে ভাব মহারাজের ন্যায় বিরাজ করে, তাহাকে স্থায়ী ভাব বলে। শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিই স্থায়ীভাব। "অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্। সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে॥ স্থায়ী-ভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ। ভ. র. সি. ২।৫।১-২।" ভূমিকায় ভক্তিরসপ্রবন্ধের অন্তর্গত স্থায়িভাব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। **সভার প্রাবল্য**—সঞ্চারীভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং স্থায়ীভাব ইহাদের সকলেই প্রভুর দেহে প্রবলতা ধারণ করিল—অত্যধিকরূপে প্রকটিত হইল।

যুদ্ধের সময়ে প্রবলবেগে আক্রমণকারী কোনও সৈন্য যেমন হঠাৎ নিধন প্রাপ্ত হয়, কোনও স্থলে যুদ্ধার্থ দুইজন সৈন্য যেমন পরস্পর মিলিত হয়, অথবা কোনও স্থানে বহুসৈন্য যেমন পরস্পরকে বিদলিত করিতে থাকে—তদ্রূপ, প্রভুর দেহেও কখনও বা অত্যধিকরূপে প্রকটিত কোনও ভাব বিলয় প্রাপ্ত (ভাবশান্তি) হইতে লাগিল; কখনও বা

প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধহেমাচল।
ভাবপুষ্পদ্রুম তাতে পুষ্পিত সকল ॥ ১৬৫
দেখিয়া লোকের আকর্ষয়ে চিত্ত মন।
প্রেমামৃত-বৃষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সর্ব্বজন ॥ ১৬৬
জগন্নাথসেবক, যত রাজপাত্রগণ।
যাত্রিক লোক, নীলাচলবাসী যতজন ॥ ১৬৭
প্রভুর নৃত্য প্রেম দেখি হয় চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেম উছলিল হৃদয়ে সভার ॥ ১৬৮
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল।
প্রভুর নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল ॥ ১৬৯
অন্যের কা কথা,—জগন্নাথ হলধর।
প্রভুর নৃত্য দেখি সুখে চলেন মন্থর ॥ ১৭০
কভু সুখে নৃত্যরঙ্গ দেখে রথ রাখি।
সে কৌতুক যে দেখিল, সে-ই তার সাক্ষী ॥ ১৭১
এইমত প্রভু নৃত্য করিতে করিতে।
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে ॥ ১৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সমানরূপ বা বিভিন্নরূপ দুইটীভাব পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল, আবার কখনওবা বহুবিধ ভাব পরস্পরকে সম্মর্দ্দিত করিতে লাগিল।

[ঝঞ্ঝাবাতে সমুদ্রের মধ্যে যখন তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে, তখন কখনও বা কোনও একটী সমুচ্চ তরঙ্গ সমুদ্রবক্ষে বিলীন হইয়া যায় (ভাবশান্তির ন্যায়), কখনও বা দুইটী তরঙ্গ পরস্পর মিলিত হইয়া যায় (ভাবসন্ধির অনুরূপ), আবার কখনও বা কয়েকটী তরঙ্গ পরস্পরকে আঘাতদ্বারা সম্মর্দ্দিত করিতে থাকে (ভাবশাবল্যের অনুরূপ)। তরঙ্গসমূহের এইরূপ আচরণ যুদ্ধকালে সৈন্যসমূহের আচরণের তুল্য এবং ভাবসমূহের শান্তি, সন্ধি ও শাবল্যের তুল্যও; তাই পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬৩ পয়ারে ভাবসমূহকে তরঙ্গ ও সৈন্যের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।]

১৬৫। **শুদ্ধ**—বিশুদ্ধ; খাদশূন্য। **হেম**—স্বর্ণ। **অচল**—পর্ব্বত। **শুদ্ধহেমাচল**—বিশুদ্ধ স্বর্ণের পর্ব্বত। প্রভুর দেহ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বলিয়া এবং সমধিক উচ্চ বলিয়া দেখিতে ঠিক যেন বিশুদ্ধস্বর্ণনির্ম্মিত পর্ব্বত বলিয়া মনে হয়। **ভাবপুষ্পদ্রুম**—সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী আদি নানাবিধ ভাবরূপ পুষ্পবৃক্ষ। প্রস্ফুটিত পুষ্পযুক্ত পুষ্পবৃক্ষ দ্বারা আবৃত হইলে স্বর্ণপর্ব্বতের যেরূপ রমণীয় শোভা হয়, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী ভাবসমূহ প্রভুর দেহে প্রকটিত হওয়াতেও প্রভুর দেহের তদ্রূপ শোভা হইয়াছিল। **পুষ্পিত সকল**—ভাবরূপ পুষ্পবৃক্ষসমূহের প্রত্যেকেই পুষ্পিত হইয়াছিল অর্থাৎ প্রত্যেকটী ভাবই প্রভুর দেহে সম্যক্‌রূপে বিকশিত হইয়াছিল।

১৬৬। **দেখিয়া**—ভাবসমূহদ্বারা শোভিত প্রভুর দেহের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া। **আকর্ষয়ে**—আকৃষ্ট হয়। **প্রেমামৃতবৃষ্ট্যে**—প্রেমরূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া। প্রভু সকলকেই কৃষ্ণপ্রেম দান করিলেন (১।৮।২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৬৭-৬৮। **রাজপাত্র**—রাজকর্ম্মচারী। **যাত্রিকলোক**—যাহারা ভিন্নদেশ হইতে রথযাত্রা দর্শন করিতে নীলাচলে আসিয়াছে, তাহারা। **নৃত্য-প্রেম**—নৃত্য ও প্রেম। **চমৎকার**—বিস্মিত। এরূপ উদ্দণ্ড নৃত্য ও এরূপ প্রেমবিকার কেহ আর কখনও দেখে নাই বলিয়া সকলেই বিস্মিত হইল।

১৭০-৭১। **হলধর**—বলরাম। রথ কখনও বা আস্তে আস্তে (মন্থর) চলিতেছিল, আবার কখনও বা স্থগিত থাকিত; গ্রন্থকার বলিতেছেন—মহাপ্রভুর নৃত্যরঙ্গ দেখিবার জন্যই শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলদেব মাঝে মাঝে রথ থামাইয়া রাখিতেন; আবার নৃত্যদর্শনজনিত সুখে বিহ্বল হইয়া কখনও বা আস্তে আস্তেই রথ চালাইতেন। **মন্থর**—ধীরে ধীরে; আস্তে আস্তে। প্রথম শ্লোকের টীকা এবং ভূমিকার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৭২। **প্রতাপরুদ্রের আগে**—প্রতাপরুদ্রের সম্মুখভাগে। **লাগিলা পড়িতে**—প্রেমবিবশ অবস্থায় আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিলেন।

সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।
তাঁহারে দেখিতে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হৈল॥ ১৭৩
রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার—।
ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার॥ ১৭৪
আবেশে নিত্যানন্দ না হৈলা সাবধানে।
কাশীশ্বর গোবিন্দ আছিলা অন্যস্থানে॥ ১৭৫
যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির সেবন।
প্রসন্ন হৈয়াছে তারে মিলিবারে মন॥ ১৭৬
তথাপি আপনগণ করিতে সাবধান।
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান্॥ ১৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭৩। সম্ভ্রমে—ব্যস্ত সমস্ত হইয়া; তাড়াতাড়ি। **ধরিল**—আছাড় খাইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলে প্রভুর অঙ্গে আঘাত লাগিবে মনে করিয়া প্রভুর পড়িয়া যাওয়ার উপক্রমেই রাজা প্রতাপরুদ্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন, যেন পড়িতে না পারেন। **তাঁহারে**—ইত্যাদি—প্রতাপরুদ্র কর্তৃক ধৃত হইয়া প্রতাপ-রুদ্রকে দেখিয়াই প্রভুর আবেশ ছুটিয়া গেল, বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল।

১৭৪। রাজাকে দেখিয়া এবং রাজা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছেন জানিয়া বিষয়ীর স্পর্শ হইয়াছে বলিয়া প্রভু নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী ১৭৬-৭৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **বিষয়িস্পর্শ**—বিষয়ী রাজার স্পর্শ (২।১১।৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৭৫। প্রভু পড়িয়া যাওয়ার সময় রাজাই কেন তাঁহাকে ধরিতে গেলেন, প্রভুর সঙ্গীরা ধরিলেন না কেন, তাহা বলিতেছেন। প্রভুর সঙ্গীরা কেহ তখন প্রভুর নিকটে ছিলেন না।

আবেশে ইত্যাদি—প্রভুর নৃত্য দর্শনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমাবিষ্ট হইয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন, প্রভুর দিকে তাঁহার তখন খেয়াল ছিল না। কাশীশ্বর এবং গোবিন্দও তখন প্রভুর নিকটে ছিলেন না, অন্যত্র ছিলেন; নিকটে ছিলেন কেবল প্রতাপরুদ্র; তাই ভূপতিত হওয়ার সময়েই রাজা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

১৭৬-৭৭। হাড়ির সেবন—নীচজনোচিত কার্য্য; সম্মার্জ্জনী দ্বারা রথের অগ্রে পথে ঝাড়ু দেওয়া। **আপনগণ**—নিজের সঙ্গিগণকে। **করিতে সাবধান**—সন্ন্যাসী হইয়া বিষয়ীর সঙ্গ করিবে না, এই শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত। **বাহ্যে কিছু** ইত্যাদি—প্রভু প্রকাশ্যে যাহা বলিলেন, তাহাতে মনে হয়, প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছেন বলিয়া প্রভু যেন তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন; বস্তুতঃ মনে মনে তিনি রুষ্ট হয়েন নাই, রাজার প্রতি প্রভুর মন প্রসন্নই ছিল।

পূর্ব্বেই ঝাড়ু দেওয়ার কাজ দেখিয়া (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪।১৫ পয়ার) রাজার প্রতি প্রভু প্রসন্ন হইয়াছিলেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৭ পয়ার); এই প্রসন্নতার ফলে রাজাকে প্রভু স্বীয় ঐশ্বর্য্যের এক অপূর্ব্ব খেলাও দেখাইয়াছেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫১-৬০ পয়ার)। এক্ষণে শ্রীনিত্যানন্দকে প্রেমাবিষ্ট করাইয়া এবং কাশীশ্বর ও গোবিন্দকে অন্যত্র যাইতে দিয়া রাজা-প্রতাপরুদ্রের সম্মুখভাগেই যে প্রভু ভূপতিত হইতে গেলেন, তাহাও প্রতাপরুদ্রের প্রতি প্রভুর অশেষ কৃপারই পরিচায়ক—ইহাদ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করার সুযোগ ও সৌভাগ্য প্রভুই প্রতাপরুদ্রকে দিলেন। এসমস্তই রাজার প্রতি প্রভুর আন্তরিক প্রসন্নতার পরিচয় দিতেছে। তবে বাহিরে যে তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন এবং বিষয়ীর স্পর্শ হইয়াছে বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিলেন, তাহা প্রভুর আন্তরিক ব্যবহার নহে; বিষয়ীর নিকট হইতে দূরে থাকার নিমিত্ত তাঁহার সঙ্গীদিগকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্যেই প্রভুর এই বাহ্যিক আত্মধিক্কার—বিপদের সময়েও বিষয়ীর নিকটে যাইবে না, বিষয়ীর নিকট হইতে কোনওরূপ সাহায্য গ্রহণ করিবে না, ইহাই প্রভুর শিক্ষা। প্রভুর এরূপ ব্যবহারের বোধ হয় আরও একটী গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল—রাজা প্রতাপরুদ্রকে পরীক্ষা করা, রাজার চিত্তে অভিমানের ক্ষীণ রেখাও আছে কিনা, তাহা দেখা। রাজা যে পথে ঝাড়ু দিতেছিলেন, তাহা তাঁহার অভিমানশূন্যতার সন্তোষজনক প্রমাণ নহে। হইতে পারে—চিরাচরিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি ঝাড়ু দিতেছিলেন; চিরাচরিত

প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়।
সার্ব্বভৌম কহে—তুমি না কর সংশয় ॥ ১৭৮
তোমার উপরে প্রভুর প্রসন্ন আছে মন।
তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজ-গণ ॥ ১৭৯
অবসর জানি আমি করিব নিবেদন।
সেইকালে যাই করিহ প্রভুর মিলন ॥ ১৮০
তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ হৈয়া।
রথ-পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিয়া ॥ ১৮১
ঠেলিলে চলিল রথ হড়হড় করি।
চৌদিকের লোক উঠে বলি "হরিহরি" ॥ ১৮২
তবে প্রভু নিজ ভক্তগণ লঞা সঙ্গে।
বলদেব-সুভদ্রাগ্রে নৃত্য করে রঙ্গে ॥ ১৮৩
তাহাঁ নৃত্য করি জগন্নাথ-আগে আইলা।
জগন্নাথ দেখি নৃত্য করিতে লাগিলা ॥ ১৮৪
চলিয়া আইলা রথ বলগণ্ডিস্থানে।
জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ডাইন-বামে ॥ ১৮৫
বামে বিপ্রশাসন নারিকেলবন।
ডাহিনে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন ॥ ১৮৬
আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন ॥ ১৮৭
সেই স্থানে ভোগ লাগে—আছয়ে নিয়ম।
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন ॥ ১৮৮
জগন্নাথের ছোট বড় যত দাসগণ।
নিজনিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ ॥ ১৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রথার অনুসরণে লোকের চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায় না। এক্ষণে, রথের সম্মুখে সহস্র সহস্র লোক উপস্থিত, রাজপাত্রগণও উপস্থিত, রাজার অনেক প্রজাও উপস্থিত; যদি রাজার চিত্তে বিন্দুমাত্রও রাজোচিত অভিমান থাকে, তাহা হইলে এসমস্ত লোকের সাক্ষাতে কোনওরূপে অবমানিত হইলেই তাঁহার সেই অভিমান মাথা তুলিয়া উঠিবে; সুতরাং ইহাই রাজার অভিমান পরীক্ষা করার প্রকৃষ্ট সুযোগ। এই সুযোগে প্রভু তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন; রাজাও বোধ হয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়া প্রভু প্রতাপরুদ্রের মহিমাই খ্যাপন করিলেন।

১৭৮। **প্রভুর বচনে**—"ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার" এই বাক্য শুনিয়া। প্রভুর কথা শুনিয়া রাজার অভিমান হয় নাই, তিনি নিজেকে অবমানিত মনে করেন নাই; বরং প্রভুকে স্পর্শ করিয়া প্রভুর চরণে অপরাধী হইলেন বলিয়া তাঁহার ভয় হইয়াছিল। সার্ব্বভৌমের আশ্বাস-বাক্যে তিনি আশ্বস্ত হইলেন।

১৭৯। **তোমা লক্ষ্য করি**—তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়া।

১৮০। **অবসর জানি**—সুযোগ বুঝিয়া। **করিব নিবেদন**—তোমাকে জানাইব। ২।১১।৪৪-৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮১। কৃষ্ণকে লইয়া ব্রজে যাইতেছেন—এই ভাবের আবেশে আনন্দের আধিক্যবশতঃ রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু যেন আত্মহারা হইয়াই কখনও নৃত্য করিতেছেন, কখনও জগন্নাথকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, আবার কখনও বা রথে মাথা দিয়া ঠেলিতেছেন। আনন্দের উচ্ছ্বাসই নানাভাবে ব্যক্ত করিতেছেন। শীঘ্র বৃন্দাবনে পৌঁছিবার অত্যাগ্রহেই যেন দ্রুতগতিতে রথকে চালাইবার নিমিত্ত প্রভু নিজের মাথা দিয়া রথ ঠেলিতেছিলেন।

১৮২। শ্রীজগন্নাথও তো বৃন্দাবন-বিহারের জন্যই রথযাত্রাচ্ছলে বাহির হইয়াছেন; বৃন্দাবন-বিহারিণী তাঁহাকে সত্বর যেন ব্রজে নেওয়ার জন্য আগ্রহান্বিতা হইয়া মাথা দিয়া রথ ঠেলিতেছেন, ইহা অনুভব করিয়া শ্রীজগন্নাথও আনন্দের আতিশয্যে দ্রুতবেগে রথ চালাইতে লাগিলেন।

১৮৩। **বলদেব-সুভদ্রাগ্রে**—বলদেবের রথের ও সুভদ্রার রথের সম্মুখে। তিন জনেরই পৃথক্ পৃথক্ রথ।

১৮৫। **বলগণ্ডি**—একটী স্থানের নাম।

১৮৬। **বিপ্রশাসন**—একটী নারিকেল-বাগানের নাম।

রাজা রাজমহিষীবৃন্দ পাত্র-মিত্রগণ।
নীলাচলবাসী যত ছোট বড় জন ॥ ১৯০

নানাদেশের যাত্রিক দেশী যত জন।
নিজনিজ ভোগ তাহাঁ কৈল সমর্পণ ॥ ১৯১

আগে-পাছে দুই পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান-বনে।
যে যাহা পায় লাগায়, নাহিক নিয়মে ॥ ১৯২

ভোগের সময়ে লোকের মহাভিড় হৈলা।
নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেলা ॥ ১৯৩

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন যাঞা।
পুষ্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া ॥ ১৯৪

নৃত্যপরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম্ম।
সুগন্ধি শীতল বায়ু করয়ে সেবন ॥ ১৯৫

যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরামে।
প্রতিবৃক্ষতলে সভে করিলা বিশ্রামে ॥ ১৯৬

এই ত কহিল প্রভুর মহাসঙ্কীর্ত্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিলা নর্ত্তন ॥ ১৯৭

রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য বিবরণ।
চৈতন্যাষ্টকে রূপগোসাঞি করিয়াছে বর্ণন ॥ ১৯৮

তদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তব-
মালায়াম্ (১।৭)—

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

রথারূঢ়স্যেতি। স চৈতন্যঃ পুনরপি পুনর্ব্বারং মে মম দৃশোর্নেত্রয়োঃ পদং গোচরং কিমিত্যতিভাগ্যেন যাস্যতি আগমিষ্যতীত্যর্থঃ। কথম্ভূতঃ স রথারূঢ়স্য রথারোহণং কৃতবতঃ নীলাচলপতে র্জগন্নাথস্য আরাৎ নিকটে অধিপদবি পদ্ধব্যাং অদভ্রেণ অনল্পেন প্রেমোর্ম্মিণা প্রেম্ণঃ কল্লোলেন স্ফুরিতং যৎ নটনং তস্মিন্ য উল্লাসস্তেন বিবশঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ সহর্ষং যথাস্যাত্তথা গায়দ্ভি র্বৈষ্ণবজনৈঃ পরিবৃতা চতুর্দ্দিক্ষু বেষ্টিতা তনু শরীরং যস্য সঃ। ইতি শ্লোকমালা। ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৯২। রথের সম্মুখে, পশ্চাতে, দুইপার্শ্বে, এমন কি ডাইন দিকের পুষ্পোদ্যানেও যিনি যেখানে স্থান পাইলেন, তিনি সেই স্থানেই স্বীয় অভীষ্ট দ্রব্য শ্রীজগন্নাথকে নিবেদন করিয়া ভোগ দিলেন। **যাহাঁ**—যেস্থানে। **লাগায়**—ভোগ লাগায়।

১৯৪। উপবনে—পুষ্পোদ্যানে। **গৃহপিণ্ডায়**—ঘরের দাওয়ায়।

১৯৫। নৃত্যপরিশ্রমে—রথের অগ্রভাগে নৃত্য করার দরুণ পরিশ্রমে। **ঘন ঘর্ম্ম**—অত্যধিক ঘর্ম্ম।

১৯৬। আরামে—বাগানে; পুষ্পোদ্যানে; যে উদ্যানে প্রভু বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই উদ্যানে।

১৯৮। চৈতন্যাষ্টকে—শ্রীরূপগোস্বামিবিরচিত মহাপ্রভুর একটী স্তব। এই স্তবে আটটী শ্লোক আছে বলিয়া ইহাকে অষ্টক বলে। নিম্নে এই অষ্টক হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৯। অন্বয়। যথারূঢ়স্য (রথস্থিত) নীলাচলপতেঃ (নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবের) আরাৎ (নিকটে) অধিপদবি (পথিমধ্যে) অদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ (অত্যধিক প্রেম-তরঙ্গোদ্রেকজনিত-নর্ত্তনানন্দ-বিবশ) সহর্ষং (আনন্দের সহিত) গায়দ্ভিঃ (কীর্ত্তনকারী) বৈষ্ণবজনৈঃ (বৈষ্ণব-সকলদ্বারা) পরিবৃততনুঃ (পরিবৃতদেহ) সঃ (সেই) চৈতন্যঃ (শ্রীচৈতন্যদেব) পুনরপি (পুনরায়) কিং (কি) মে (আমার) দৃশোঃ (নয়নদ্বয়ের) পদং (গোচরে) যাস্যতি (আসিবেন)।

অনুবাদ। রথস্থিত-শ্রীজগন্নাথদেবের নিকটবর্ত্তী পথিমধ্যে অত্যধিক-প্রেম-তরঙ্গোদ্রেকজনিত নর্ত্তনানন্দে

ইহা যেই শুনে, সেই গৌরচন্দ্র পায়।
সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ প্রেমভক্তি হয়॥ ১৯৯
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২০০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে
নর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশপরিচ্ছেদঃ॥

—০—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যিনি বিবশতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবগণ আনন্দের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে যাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইবেন (আমি কি আর তাঁহার দর্শন পাইব)? ৯

অদভ্রপ্রেমোর্ম্মি-স্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ—অদভ্র (অনল্প—অত্যধিক) প্রেমোর্ম্মি (প্রেমতরঙ্গ—প্রেমবৈচিত্রী) দ্বারা স্ফুরিত হইয়াছে যে নটন (নৃত্য), সেই নৃত্যজনিত উল্লাসে (আনন্দাধিক্যে) বিবশ। শ্রীজগন্নাথের চন্দ্রবদন দর্শন করিয়া যাঁহার চিত্তে আনন্দসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া পড়িয়াছে, সেই আনন্দের প্রেরণায় উদ্দণ্ড-নৃত্যাদি করিয়া যিনি ক্লান্ত ও বিবশ হইয়া পড়িয়াছেন, তাদৃশ শ্রীচৈতন্য।

শ্রীজগন্নাথের নিকটে ভক্তগণপরিবৃত হইয়া প্রভু কিরূপে নৃত্যাদি করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীরূপ গোস্বামী এই শ্লোকে বিবৃত করিয়াছেন। ১৯৭-৯৮ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।